পশ্চিম আফ্রিকায় খেলাফত শতবর্ষ জুবিলী সফর

১৫ এপ্রিল ২০০৮ – ৬ মে ২০০৮

ঘানা নাইজেরিয়া বেনিন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অনুক্রম

পূর্ব-কথন

১৫ই এপ্রিল ২০০৮, হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:) বিশ্বব্যাপী আহ্মদীদের খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী উদযাপন উপলক্ষ্যে পশ্চিম আফ্রিকায় তিন সপ্তাহের সফরে অবতীর্ণ হন। এই ঐতিহাসিক সফরে হুযূর ঘানা, নাইজেরিয়া, এবং বেনিন পরিভ্রমণ করেন। এই পূরো সফরে হুযূরের সফর সঙ্গী ছিলেন হযরত বেগম সাহেবা। এছাড়াও নিন্মোক্ত ব্যক্তিবর্গ হুযূরের সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন:

মূনির আহমদ জাভেদ - *ব্যক্তিগত সচিব*

আব্দুল মজিদ তাহির - *অতিরিক্ত ওয়াকিলুত তবশির*

বশির আহমদ - *সহকারি ব্যক্তিগত সচিব*

মোহাম্মদ আহমদ নাসির - *সহকারি ইনচার্জ, বিশেষ প্রতিরক্ষা*

নাসির আহমদ সাঈদ - *বিশেষ প্রতিরক্ষা*

মাহমুদ আহমদ - *বিশেষ প্রতিরক্ষা*

নাসির উদ্দিন হুমায়ুন - *বিশেষ প্রতিরক্ষা*

আবিদ ওয়াহীদ আহমদ খান - *প্রেস সচিব*

মির্যা হাফিয আহমদ - যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেবের কার্যালয় প্রতিনিধি

মুনীর ওদেহ্ - এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল

খালিদ কারামাত - এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল

মাসরূর আহমদ - এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল

মোহাম্মদ আফজাল কোরেশী - এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

চৌধুরী নাসীম আহমদ

এ ছাড়াও নাইজেরিয়া এবং বেনিন সফরকালে কলিম আহমদ ভাট্টি এই কাফেলার সথে ছিলেন, যিনি Alislam.org এর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

পুরো সফরকালে সকল অনুষ্ঠানে হুযূর (আ:)-এর অংশগ্রহনের ইংরেজী প্রতিবেদন লিখা হয়। এই উপস্থাপনায় সেইসকল প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্ত যা হুযূরের সফরের শুরু থেকে ৬ই মে ২০০৮ লন্ডনে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রস্তত হয়েছিল।

আবিদ খান

প্রেস সচিব

জামাত আহ্মদীয়া

১৫ এপ্রিল ২০০৮

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর ঘানায় আগমন

ঘানার হাজারো মানুষ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-কে স্বাগত জানালেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:) আজ রাত ৮.০৫ –এ ঘানায় পৌছেঁন। ঘানার আমীর জামাত মৌলভী আব্দুল ওয়াহাব আদম, আলহাজ মালিক আল হাসান ইয়াকূব, পার্লামেন্টের দ্বিতীয় ডিপুটি স্পীকার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, আফ্রিকান পার্লামেন্ট এবং তাহির মাহমুদ, ডিপুটি স্বরাষ্টমন্ত্রী হুযূরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া হাজারো স্থানীয় আহ্মদী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যারা তাদের আধ্যাত্মিক নেতাকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন। সেখানে উপস্থিত সকলের খুশীর ফল্গুধারা নারার (খুশীর ইসলামী শ্লোগান) ধ্বনিতে এবং ঝান্ডা হেলানোর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল যা ভালবাসার এক অফুরন্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল।

যথাশীঘ্র ঘানার সংবাদ মাধ্যমের সদস্যদের একটি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করা হয়, যেখানে হুযূর ঘানার জনগনকে তাঁর শূভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, যদিও বলা হয়ে থাকে যে তাঁর ২০০৪-এর সফর ছিল ঘরেফেরার সফর কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে এটিও আর একটি ঘরে ফেরারই সফর।

হুযূর উল্লেখ করেন কিভাবে এই বৎসরটি খিলাফতের আধ্যাত্মিক শৃংখলের ধারাবাহিকতায় শতবর্ষ জুবিলীর বৎসর, যেই শৃংখল আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী (আ:)-এর তিরোধানের মাধ্যমে ১৯০৮ইং সালে শুরু হয়েছিল।

সেজন্য এই বৎসরটি ছিল বিশ্বব্যাপী বসবাসরত আহ্মদীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৎসর।

হুযূর বলেন, তিনি মনে করেন এটি আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা যে, শতবার্ষিকী জুবিলীর প্রথম যে সম্মেলনে তিনি যোগদান করছেন তা ঘানায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে তিনি কয়েক বৎসর যাবত অবস্থান করছিলেন।

অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে হুযূর তাঁর হৃদয় নিঃসৃত বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন যে, আল্লাহ্ চাহেত ইসলামের ভালোবাসা এবং সহিষ্ণুতাপূর্ণ মহান শিক্ষা সারা বিশ্বের সকল ধর্মাবলম্বীদের হৃদয় ও মনকে জয় করবে।

অবশেষে, হুযূর ঘানার লোকজনদের শান্তিপূর্ন সহবস্থানের প্রশংসা করেন এবং আশাপ্রকাশ করেন যে, এই শান্তিপূর্ণ চেতনা সর্বদা বাড়তেই থাকবে এবং যেন তার ফলশ্রুতিতে ঘানাবাসীদের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়।

মসজিদের প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হলে হুযূরকে একদল তরুণ আহ্মদী স্বাগত জানায়, হুযূর তাদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় তারা নারা দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। আহ্মদীয়াতের সত্যতার যে নারাধ্বনি হাজারো কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তা তাদের আধ্যাত্মিক নেতাকে দর্শনের আনন্দে যেন উপছে পড়ছিল। কারাতে ও কুস্তি প্রদর্শনীর পূর্বে আবেগাআপ্লুত জনসমুদ্র থেকে বয়াতের শব্দগুলো পুনরাবৃত্ত হচ্ছিল।

হুযূরের ঘানা প্রত্যাগমনের দৃশ্যে তাদের সবার হৃদয়ে ভাস্বর স্মৃতি হয়ে থাকবে যারা তার প্রত্যক্ষদর্শী। উপছেপরা ভালবাসা ও পরিপূর্ণ বিশ্বস্থতা এবং খেলাফতের নেযামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সবার লক্ষ্যনীয় বিষয় ছিল। ঘানায় প্রত্যাগমনে হুযূর (আই:) কে অত্যন্ত উৎফুল্লিত মনে হচ্ছিল। যেমনটি তিনি দেখছিলেন যে অনেক আহ্মদী তাঁকে মিশন হাউসের বারান্দা থেকে স্বাগত জানাচ্ছে, তাঁর মহিমান্বিত মুখমন্ডল আনন্দের মুচকি হাসিতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আলহামদুলিল্লাহ।

১৬ এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-এর ঘানার প্রেসিডেন্টের সাথে ‘ওসো প্রাসাদে’ সাক্ষাত

প্রেসিডেন্ট কূফুওর হযরত মির্যা মসরূর আহমদকে ঘানায় স্বাগত জানালেন

১৬ই এপ্রিল ২০০৮ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মসরূর আহমদ (আই:) মহামান্য ঘানার প্রেসিডেন্ট জনাব জন য়াগ্যেইকুম কূফুওর সাথে আক্রার ‘ওসো প্রাসাদে’ সাক্ষাত করেন।

দুই নেতা বিবিধ বিষয়াদির উপর আলোচনা করেন, যার মাঝে ঘানার শিক্ষা এবং কৃষিব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। উপরন্তু, মহামান্য প্রেসিডেন্ট ঘানায় আহ্মদীয়া জামাতের অনন্য সাধারন কল্যাণী ভূমিকার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

ঘানা কিভাবে আল্লাহ্ তা’লার আশিসে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করে চলেছে সাক্ষাত কালে প্রেসিডেন্ট কূফুওর তা উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেন যে, এই উন্নতি হুযূরের দোয়াসমূহেরের সরাসরি ফল। একটি উদাহরণ টেনে প্রেসিডেন্ট কূফুওর স্মরণ করান কিভাবে হুযূর ২০০৪ সালে তাঁদের সাক্ষাতে সময় ঘানায় তেল সম্পদ পাওয়ার বিষয়ে তাঁর দোয়া ও দৃঢ় বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট কূফুওর বলেন যে, সেই দোয়া গৃহীত হয়েছে, কারন ২০০৭ সালে অত্যন্ত উন্নত মানের তেল এদেশে পাওয়া গেছে। এই খবর শুনে হুযূর মন্তব্য করেন যে, তিনি আশাবাদী ঘানা এই তেল সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তার উন্নতি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে এবং তা যেন তার জনগনের জন্য কল্যাণের কারণ হয়।

প্রেসিডেন্ট কূফুওর মন্তব্য করেন যে, জামাত আহ্মদীয়া ঘানা, সেদেশের অব্যাহত উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। তিনি বলেন যে, জামাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়াও ব্যাক্তিগত পর্যায়ে জামাত বহু এমন অনন্য ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করেছে যারা ঘানার সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন। এ বিষয়ের সূত্রধরে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, সম্প্রতি সরকার জামাতকে কিছু স্কুল-বাস প্রদান করেছে কিন্তু তিনি বলেন এটা কোন বিশেষ খাতির নয় বরং এটা জামাতের প্রাপ্য অধিকার কারণ ঘানায় মানবতার সেবার জামাতের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন তাঁর শত ব্যস্ততা সত্বেও তিনি ১৭ই এপ্রিল ২০০৮ খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী জলসার উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদান করবেন। সাক্ষাৎ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে হুযূর বলেন যে, তাঁর ২০০৪ এর সফরের পর থেকে এ পর্যন্ত ঘানা ব্যাপক উন্নতি করেছে এবং তিনি আশা করেন এই উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে।

হুযুর প্রেসিডেন্টকে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী খচিত একটি উপঢৌকন প্রদান করেন এবং এর মাধ্যমে সাক্ষাতের পর্বটি সমাপ্ত হয়। প্রেসিডেন্ট উপঢৌকনটির যথার্থ প্রশংসা করেন এবং বলেন তিনি এটি সাথে করে আপন ঘরে নিয়ে যাবেন।

১৭ই এপ্রিল ২০০৮

‘দৃশ্যপট কখনও ভুলবার নয়’ খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী জলসা পরিদর্শন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর আবেগ আপ্লুত জনতার মাঝে জলসা সালানা স্থল পরিদর্শন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত ঘানার অনুষ্ঠীতব্য জলসা সালানার নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন। এই ৪০০ একর বিস্তৃত জায়গাটি জামাতের নিজস্ব সম্পত্তি, যা আক্রা থেকে ৬০ কি.মি দূরে অবস্থিত। হুযুর জায়গাটির নামকরন করেন ‘বাগ-এ-আহমদ’ (আহমদের বাগান)।

ঘানা জামাতের আমীর মৌলভী আব্দুল ওয়াহাব আদম হুযুরের সহচর হয়ে পায়ে হেঁটে এবং গাড়িতে চড়ে স্থানটি ঘুরে দেখান। সেখানে অবস্থিত একটি খামার পরিদর্শন শেষে হুযুরকে সেই স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যা অতিথিদের অবস্থানের জন্য বরাদ্দ ছিল। শত শত আহ্মদী পুরুষ ও মহিলা তাঁদের আধ্যাত্বিক নেতার আকস্মিক দর্শনের আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে নারা ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। লোকজন আশপাশে দোড়াচ্ছিল যাতে করে তাদের প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার সুযোগ হয়ে যায়। অনেক অতিথির চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে এই ভেবে যে খলীফা তাদের মাঝে বিরাজ করছেন। হুযূর যেতে যেতে ভালোবাসার সাথে হাত নেড়ে সবাইকে স্বাগত জানান এবং একই সময়ে তাঁকে জলসার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল।

আহ্মদীয়া জামাতের প্রেস সচিব আবিদ খান বলেন:

> “আজ সকালে যেই দৃশ্য আমরা দেখেছি তা কখনও ভুলে যাবার নয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-এর আগমনে আহ্মদীদের হৃদয় থেকে যে ভালবাসা উৎসারিত হয়েছে তা আরও একবার আহ্মদীদের খেলাফতের নেযামের প্রতি ঘনিষ্ঠতা ও একনিষ্ঠতাকে প্রতিভাত করেছে”।
>
> “আফ্রিকার, বিশেষ করে ঘানার লোক, লোকজন সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী যে, আজকের এই দিনটি এই বিশেষ বৎসরের প্রথম জলসা শুরুর দিন হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। যেই বিশেষ বৎসরে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি তা খেলাফতের নেযামের (আধ্যাত্বিক ধারাবাহিকতা) শতবর্ষ পূর্তীর বৎসর এবং আজকের প্রভাত যেই দৃশ্যাবলী অবলোকন করলো তা এ সাক্ষ্যই বহন করছে যে, এই আশিস মন্ডীত নেযাম অব্যাহত ভাবে অধিক থেকে অধিকতর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা’লার অশেষ ফযলে ভূষিত হতে চলেছে”।

বুর্কিনাফাঁসো হতে ১০০০ কি.মি বাইসাইকেল চালিয়ে এই জলসায় যোগদান করতে আসা আহ্মদী যুবকদের সাথে হুযুরের ব্যক্তিগত সাক্ষাতের পর এই পরিদর্শন কাজের সমাপ্তি ঘটে। বাইসাইকেল আরোহীদের এই প্রচেষ্টা কেবল জামাতের প্রতি আহ্মদী মুসলমানদের হৃদয়ে প্রোথিত ভালোবাসা কতটা গভীর তাই প্রমাণ করে। তাদের দিনের পর দিন দূঃসহ, বিপদজনক প্রান্তরে প্রচন্ড তাপদাহে সফর করতে হয়, তথাপি কোন একজন সাইকেল আরোহী ক্লান্তির কোন প্রকার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেনি বরং তাদের মুখমন্ডল প্রসন্ন মৃদুহাসি, আর পবিত্র ভালোবাসায় উজ্জ্বল ছিল।

১৭ই এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর ঘোষণা 'ঘানা বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত'

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী জলসা ২০০৮ ঘানায় উদ্বোধন করেন

আজ খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর প্রথম জলসা, যা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) 'বাগে-আহমদ' (আহমদের বাগান), ঘানায় উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপ্রধান, ঘানা প্রজাতন্ত্রের মহামান্য প্রেসিডেন্ট জে,এ কুফুওরও উদ্বোধনী অধিবেশণে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি সারাবিশ্বে এম.টি.এ (মুসলিম টেলিভিশন আহ্মদীয়া)-তে সম্প্রচারিত হয়। এভাবে সারা বিশ্বের কোটি কোটি লোক এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আমীর জামাত ঘানা, মৌলভী আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেব, তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, হযরত আকদাস (আই:) এবং মহামান্য প্রেসিডেন্ট এর উপস্থিতি এই অধিবেশনকে আশিসমন্ডীত করায় তিনি অত্যন্ত সন্মানিত বোধ করছেন।

ঘানাবাসীরা বস্তুতপক্ষে কতই না আশিসমন্ডিত সেই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আমীর সাহেব বলেন,

> অন্যান্য দেশে যখন ধর্ম প্রায়ঃশই বিভাজনের কারন তখন ঘানায় বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাস একতা এবং সমঝোতার চেতনা এনে দিয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিই এ দাবীর সত্যতা বহন করে, যাদের মাঝে সামিল আছেন ঘানার রোমান ক্যাথলিক চার্চের উর্ধতন সদস্য জনাব কার্ডিনাল পিটার আপ্পিয়াহ টুর্কসন। যিনি বলে থাকেন যে, আহ্মদীদের শ্লোগান **'ভালবাসা সবার পরে, ঘৃনা নেইকো কার ও তরে'** আহ্মদীদের দ্বারা যেমন প্রচারিত হয় তেমনি আচরিতও হয় এবং তিনি সকল মতাবলম্বীর লোকজনকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার এবং এই সার্বজনীন শিক্ষাকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

সভাপতি আলহাজ আল হাসান বিন সালিহ এর সূচনা বক্তব্যের পরপরই দুপুর ১২টায় হুযুর মঞ্চে আরোহণ করেন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে ৪০মিনিট যাবত বক্তৃতা করেন। হুযুর এই বৎসরের জলসায় যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন।

সমগ্র বক্তৃতাজুড়ে হুযুর ঘানা জামাতের সাথে তাঁর বিশেষ ভালোবাসা এবং ঐকান্তিক বন্ধনের কথা বলেন যা তাঁর আট বৎসর যাবত এ দেশে বসবাসের ফলশ্রুতি, যা কেবল খেলাফতে মসীহের মসনদে সমাসীন হওয়ার কয়েক বৎসর আগেকার ঘটনা। হুযুর বলেন:

> ঘানা সম্পর্কে আমার আনেক বড় প্রত্যাশা রয়েছে। এটা আমার দোয়া যে, 'আপনারা যেন সর্বদা উন্নতির পথে এগিয়ে যান'।সম্ভবত এই প্রত্যাশা এই জন্য যে আমি আমার জীবনের এক অংশ এখানে কাটিয়েছি।

ঘানায় তাঁর অবস্থানকালের কথা বলতে গিয়ে হুযুর বলেন যে, সেই সময় ঘানা স্বয়ং অনেক সমস্যার মোকাবিলা করছিল তথাপি এটি তাঁকে অবদমিত করতে পারেনি, বস্তুতপক্ষে তিনি একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান যেন এর কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারেন এবং এভাবে তিনি দেশটির ভবিষ্যত সমৃদ্ধির অংশ হয়ে যান।

হুযুর ঘানা জামাতের উন্নতির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে,

কাছাকাছি ৯০ বৎসর পূর্বে ভারত থেকে জামাতের সদস্যদের ঘানায় পাঠানো হয়েছিল এবং তারা এখানকার জনগনকে আহ্‌মদীয়াতের সত্যের বাণী প্রচারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। সর্বপ্রথম একজন দু'জন করে লোক এ বাণীকে গ্রহণ করতে থাকেন, তথাপি সেই সকল লোক মাহাত্ম্য ও সাধুতায় এত উন্নত ছিলেন যে, তাঁদের দ্বারা অধিক থেকে অধিকতর লোক জামাতে যোগদান করতে থাকেন।

হুযুর বলেন,

ঘানার জামাত সেই পথিকৃতদের নিশ্চয় কখনও ভুলবেনা। এবং কার্যত তাঁদের কৃতকর্মগুলো অবশ্যই পরিপূর্ণ নথিবদ্ধ করতে হবে, যেন ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের পূর্ব-পুরুষদের ত্যাগের ইতিহাস সম্পর্কে অনবহিত না থাকে।

হুযুর নেয়ামে খেলাফতের প্রতি ঘানা জামাতের আনুগত্যের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

এই দৃষ্টিকোন থেকে তারা সুনিশ্চিতভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বসবাসরত আহ্‌মদীদের জন্য আদর্শস্থানীয়।

হুযুর খেলাফতের প্রতি কৃত অঙ্গীকারকে পরিপূর্ণ করার জন্য জামাতকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু তিনি আত্মম্ভরিতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে জামাতের সদস্যদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'লার সমীপে মাথানত করার তাগাদা দেন।

হযরত আকদাস তাঁর বক্তৃতার শেষাংশে এই নির্দেশ দেন যে,

প্রতিটি আহ্‌মদী অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাবে এবং আত্মোৎকর্ষ সাধন করবে এবং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক যে, সে নিপাট সত্য বলার এবং সহিষ্ণুতার গুণাবলী অর্জন করবে। যদি এই দু'টি নৈতিক গুণাবলীর চর্চা করা হয় তাহলে তা যেমন সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তেমনই তা অনাবিল শান্তির সোপানে উন্নীত করবে। এই দু'টি নৈতিক গুণাবলী যদি অনুসরণ করা হয়, তা সেসব বিপত্তি থেকে বিশ্বকে মুক্তি দিতে পারে, যার আজ সে শিকার।

হুযুর তারপর ঘানার অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করে এবং এই আশাবাদ ব্যক্ত করে তাঁর বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করেন যে,

ঘানার উত্তরোত্তর উন্নয়ন সরকার ও নাগরিকদের কঠোর পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল।

হুযুরের বক্তৃতার পর পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি মঞ্চে অবতীর্ণ হন, অত:পর তিনি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতকে এর শতবর্ষ জুবিলী উদযাপনের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং শতবর্ষ জুবিলীর প্রথম জলসা ঘানায় অনুষ্ঠীত হওয়ায় তার আনন্দ প্রকাশ করেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ (আই:)-কে উদ্দেশ্য করে মহামান্য প্রেসিডেন্ট বলেন যে,

হুযুর ঘানায় কোন আগন্তুক নন, যেমন তিনি সেখানে বেশ কয়েক বৎসর বসবাস করেছেন এবং তেমনি করে ঘানার জনগনের ভাই,বন্ধু এবং শিক্ষক হয়ে বিবিধ ভূমিকা পালন করেছেন।

দোয়ার মাধ্যমে সকালের অধিবেশন যথাযথভাবে সুসম্পন্ন হয়, যাতে অংশ গ্রহণ করেন অযূত নারী-পুরুষ ও শিশু, যারা সকল প্রান্ত থেকে এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এসেছিলেন এবং একই সাথে সারা বিশ্বের আহ্‌মদীরা টেলিভিশনে এই অনুষ্ঠান অবলোকন করেন।

১৮ই এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:) লোকদের হৃদয় ও মন জয় করতে আহ্মদীদের তাগিদ দেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) এই অভিযোগ খন্ডন করেন যে ইসলাম তরবারীর বলে প্রসারিত হয়েছিল

ঘানার খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী জলসার দ্বিতীয় দিনে, জুমু'আর খুতবায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) বিশ্বব্যাপী বসবাসরত আহ্মদীদের নামায এবং কুরবানীর চেতনাকে সব কিছুর উপর অধিক গুরুত্ব দেয়ার নির্দেশ দেন। যদি তাঁর নির্দশনায় কর্ণপাত করা হয়, তাহলেই আহ্মাদীয়া জামাতের উপর আল্লাহ্ তা'লার আশিসের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। হুযুর বলেন যে,

> মানবতার ইতিহাসে দোয়া (নামায) ও কুরবানীর সবচেয়ে মহান দৃষ্টান্ত হলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর আশিসমন্ডিত জীবন এবং এটা ছিল তাঁর গৃহীত দোয়া যার মাধ্যমে ইসলাম দূর-দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

বেশির ভাগ আফ্রিকান শ্রোতা-দর্শকদের সুবিধার্থে হুযুরের খুতবা 'ফ্রেঞ্চ' ও স্থানীয় ভাষা 'টুই' এ অনুবাদ করা হয়। প্রখর সূর্যের দাবদাহনকে উপেক্ষা করে সহস্র সহস্র জনতা নীরবে বসে অধীর আগ্রহ ভরে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-এর খুতবা শুনেন।

হুযুর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের উপর আলোকপাত করেন এবং সেই ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন,

> সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হল দৈনিক পাঁচবারের নামায যা প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের মৌলিক বস্তু।
>
> জলসার এই দিন গুলোতে আমি লক্ষ্য করছি যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বা-জামাত আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্ন নেয়া হয়। নারী, পুরুষ এবং বাচ্চাদের অধিক সংখ্যায় নামাজে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এটি হওয়া উচিত নয় যে, যখন আপনার ঘরে ফিরে যাবেন তখন এই রীতিমত নামাযের স্বভাবটি ভুলে যাবেন। যখন আপনারা পার্থিব বিষয়ে জড়িয়ে যাবেন তখন এই মৌলিক দায়িত্বের বিষয়টি ভুলে যাবেন না।

হুযুর আহ্মদীয়া জামাতের সদস্যদের সামনে যে বিপুল কাজের পরিধি রয়েছে তার রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে,

> এটা কেবল আহ্মদীয়া জামাত যারা পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে এবং তাই এই শিক্ষাকে সমস্ত দেশে, সমস্ত শহরে, সমস্ত মফস্বলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

তিনি বলেন,

> জামাতের বৃহৎ কোন পার্থিব শক্তি নেই কিন্ত এটি বিশেষ বড় ব্যাপার নয় কারন এটি একটি আধ্যাত্বিক সংগঠন যা সৃষ্টিকর্তার সাহায্যে আশীর্বাদপুষ্ঠ, যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিকর্তা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্।
>
> মানব জাতির জন্য এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হলে, সর্বপ্রথম প্রতিটি আহ্মদীকে তাঁর আপন হৃদয় পবিত্র করতে হবে এবং সেটা করার মৌলিক উপায় হলো নামায।

হুযুর বলেন যে,

> এমন অনেক লোক আছে যারা এই অপবাদ দিয়ে থাকে যে ইসলাম তরবারীর জোরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এই অপবাদ পুরোপুরি ভাবে ভিত্তিহীন। ইসলামের শিক্ষা ছিল **"ভালোবাসা সবার পরে, ঘৃনা নয় কারো তরে"**।

হুযুর বলেন,

> জোরজবরদস্তিতে রাজ্য জয় করা যায় কিন্তু এতে কখনো হৃদয় ও মন বিজিত হয় না। সুতরাং আহ্‌মদীয়াতের বিজয় নির্ভর করছে প্রতিটি আহ্‌মদীর সদগুণের আলোকবর্তীকা হওয়ার উপর এবং তদ্বারা ইসলামের ভালোবাসা ও প্রীতির বাণীকে প্রচার করা, যা ইসলামের সত্যিকার হেদায়েতার পথ। এটি কেবল তখনই অর্জন করা যেতে পারে যখন বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীরা তাঁদের নামাযে পাবন্দ হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ্‌ তা'লার খাতিরে আর্থিক কুরবাণী করার জন্য সদা প্রস্তত হয়ে যাবেন।

অতঃপর হুযূর খেলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে,

> পুরো ২০০৮ সাল ব্যাপী যত সব সম্মেলন এবং অনুষ্ঠান উদযাপন হতে থাকবে তা এই বৎসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের তুলনায় একটি খুবই ছোট অংশ।

তিনি বলেন,

> এই শতবার্ষিকী জুবিলীর সত্যিকার উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন প্রত্যেকটি আহ্‌মদী মুসলমান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'লার ইবাদতে পাবন্দ হয়ে যাবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবেন।

জুম'আর খুতবা শেষে হুযূর গাড়ীতে করে তাঁর আবাসন স্থলে ফিরে যান। হুযূরের চলার পথে, দুপাশ থেকে হাজারো আহ্‌মদী জনতা তার গাড়ীর উপর উপছে পড়ছিল কেবল এই প্রচেষ্টায় যেন তাদের প্রিয় ঈমামকে এক নজর দেখার সৌভাগ্য হয়। নারী, পুরষ ও শিশুরা আল্লাহ্‌ তা'লা এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর প্রশংসার গীত গাইতে থাকেন। খেলাফতে নেযামের সাথে আফ্রিকার জনগনের যে আবেগ আপ্লুত বন্ধন তা অবশ্য অবশ্যই সমগ্র বিশ্বের জন্য সত্যিকার আনুগত্য এবং প্রকৃত ভালোবাসার দৃষ্টান্ত বহন করে।

১৮ ই এপ্রিল ২০০৮

হাজারো আহ্‌মদী তাঁদের আধ্যাত্বিক নেতার সাথে সাক্ষাত করলেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ ৪০০০ আহ্‌মদীর সাথে সাক্ষাত করলেন

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত চার হাজারের ও অধিক আহ্‌মদী মুসলমান আজ ব্যক্তিগতভাবে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর সাথে ঘানার 'উইন্নেবা' শহরে অবস্থিত 'বাগে আহমদ'-এ সাক্ষাত করলেন।

সাক্ষাতের পূর্ব প্রস্তুতি সরুপ এক বিপুল জমায়েত ঘটে; প্রায় দু'ঘন্টা যাবত সমবেত জনতা আল্লাহ্‌ তা'লা এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর প্রশংসার গীত গাইতে থাকেন। লন্ডন থেকে আগত একজন অতিথি বিস্মিত হয়ে বলেন,

> হাজারো জনতাকে একই তানে সঙ্গতি রেখে গাওয়ার এই সুরসামঞ্জস্য তিনি পূর্বে কখনো দেখেননি।

এভাবেই আহ্‌মদীদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা তাদের কণ্ঠে সুরের মাধুর্যে প্রতিভাত হচ্ছিল।

হুযূর স্থানীয় সময় ৫টা ৩০ মিনিটে অতিথিদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত শুরু করেন। তিনি বুর্কিনাফাসো, গাম্বিয়া, ঘানা, আইভরিকোস্ট, মালী এবং টোগো থেকে আগত জামাতের সদস্যদের সাথে মিলিত হন। পুরো সাক্ষাত অধিবেশনকালীন হুযুর দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি ব্যক্তিকে হাস্যজ্বোল মুখে অভিনন্দন জানান এবং মাঝে মাঝে সাক্ষাতপ্রার্থীদের কিছু কিছু প্রশ্ন করেন। ছোট বাচ্চাদের মাঝে চকোলেট বিতরন করা হয় এবং ছাত্রদের উপহার সরুপ দেয়া হয় কলম।

স্থানীয় বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী আহ্‌মদীরা হুযূরের সাথে বিবিধ পদ্ধতিতে সাক্ষাতে মিলিত হন। কেহ করমর্দন করেন, কেহ শিরনত করেন, আর কেউবা হাঁটুগেড়ে বসেন আবার কেউ হুযুরের হস্ত মোবারক চুম্বন করেন।

সেই সকল আহ্‌মদীদের খুশি তাদের চোখে ভাসছিল, যারা তাদের আধ্যত্বিক নেতার সাথে সাক্ষাত লাভের সুযোগ লাভ করেছিলেন। আইভরিকোস্ট জামাতের এক সদস্য, উলাভিলি ইউসুফ হুযূরের সাথে সাক্ষাতের পূর্ব মুহূর্তে তার অনুভূতির কথা এভাবে তুলে ধরেন,

> "হুযুরের সাথে সাক্ষাত আমার জন্য প্রকৃতই এক জীবন পালটানো অভিজ্ঞতা।এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হবে যা আমি কখনও ভুলব না। আমি এতই খুশি যে তা বর্ণনাতীত"।

টোগো থেকে আগত মোস্তফা বু হুযুরের সাথে সাক্ষাতের কিছু মুহূর্ত পর তার অনুভূতি এভাবে বর্ণনা করেন,

> "হুযুরের সাথে আমার জীবনের প্রথম এই সাক্ষাত। তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি আমাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করাতে সক্ষম হলেন।"

বুর্কিনাফাসো থেকে আগত খালিদ দাবুনী বলেন কিভাবে হুযুরের সাথে সাক্ষাত তার জীবনকে বদলে দিয়েছে,

> "আমি কেবল হুযূরের সাথে এক সেকেন্ডের সাক্ষাতে মিলিত হয়েছিলাম এবং সেই এক সেকেন্ডে আমার জীবন পালটে গিয়েছে। হুযুরের সাক্ষাত আমকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করেছে কারন তিনি আল্লাহ্‌ তা'লার একজন খাঁটি সত্য মানুষ। ভবিষ্যতে যদি কখনও কোন মন্দকাজ করার ধারনা আসে আমি এই ভেবে থেমে যাব যে, হুযুর এই হাতকে স্পর্শ করেছেন এবং যদি তিনি জানতে পারেন যে আমি এই মন্দ কাজ করতে উদ্যোগী হচ্ছিলাম তবে হয়ত তিনি আমার প্রতি নাখোশ হবেন আর তাই আমি রূখে যাব"।

বুর্কিনাফাসোর আর ও একজন সদস্য, ঈসা সিয়ামা বলেন যে, তিনি ২০০৫ সালে আহ্‌মদী হয়েছেন, তিনি আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তাকে হুযুরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন,

"আহ্মদী হওয়ার ব্যাপারে আমার আর কোন আক্ষেপ নেই। এটাই চূড়ান্ত নিখুঁত ধর্ম। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, আজ আমি হুযুরের সাথে সাক্ষাত করতে সক্ষম হয়েছি"।

বুর্কিনাফাসো থেকে আগত আল-হাদী বলেন যে,

"হুযুরের সাথে সাক্ষাতের পর তার ইমান এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে"।

তেমনি ভাবে আইভরিকোস্ট থেকে আগত আব্দুর রহমান বলেন যে,

"তিনি হুযুরের মুখমণ্ডলেরর মত এমন চমৎকার মুখমণ্ডল আর কখন ও দেখেন নি"।

হুযুরের সাথে সাক্ষাতপ্রার্থীদের সারি এমন ছিল যা সম্পর্কে খোদ্দামের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারী সদস্য ঘানার আহমদ বলেন,

"সাক্ষাতপ্রার্থীদের সারি এতই লম্বা ছিল এবং এটি মনে হচ্ছিল লম্বা থেকে লম্বাতর হতে চলেছে। আমি জানি না কিভাবে হুযুর এত বেশি লোকের সাথে সাক্ষাত করতে পারবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর খলীফাকে বিশেষ সামর্থ্য দিয়েছেন"।

সাক্ষাতকার অধিবেশন ৭.৩০মিনিটে পরিসমাপ্ত হয়, কারণ তখন সান্ধ্যকালীন নামাযের সময় ঘনিয়ে আসে।

এই সাক্ষাতকার অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রেস-সচীব আবিদ খান বলেন:

"আরও একবার ঘানায় যে দৃশ্যের আজ অবতারনা হলো তা আফ্রিকার আহ্মদীদের খেলাফতের প্রতি ভালবাসারই প্রতিফলন এবং তা একই ভাবে খলীফার হৃদয়ে তাদের প্রতি ভালবাসাকেও প্রতিভাত করেছে। কিছু মুহূর্তের খলীফার সান্নিধ্য হাজারো লোকের পুরো জীবনকে বদলিয়ে দিয়েছে। কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লাই এমন ভালবাসা ও ত্যাগের প্রেরণা হাজারো হৃদয়ে প্রোথিত করে দিতে পারেন"।

১৯শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে ঘানার খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী জলসার পরিসমাপ্তি

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) কর্তৃক যোগদানকৃত খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী সর্বপ্রথম জলসা আজ সমাপ্ত হল। মান্যবর সাঈদ কাভেকু গিয়ান, যিনি সমাপনী অধিবেশনের সভাপতিত্ব করছিলেন, তিনি সভার কর্মসূচীতে মহাসম্মানিত ঘানার ভাইস-প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আলীও মাহামার একটি বক্তব্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনকারী কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সম্মানসূচক স্বর্ণপদক বিতরণ সংযুক্ত করেন। অধিবেশনের প্রধান আকর্ষন ছিল হুযূরের সমাপনী ভাষন,যা এই বৎসরের জলসার যবনিকা টানে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আলীও মাহামার তাঁর বক্তব্যে জামাতকে খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, এটা খুবই গৌরবের বিষয় যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ্কে জামাতের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হবার পর দ্বিতীয় বারের মত এই দেশে স্বাগত জানানো হচ্ছে। অন্যান্য ধর্ম ও মতাবলম্বীদের সাথে জামাতের সহযোগিতার অঙ্গীকারকে তিনি কিরুপ গভীর মূল্যায়ন করেন সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জামাতের দেশব্যাপী বিভিন্ন ইতিবাচক কার্যাবলী বিশেষ করে কৃষি,শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এসব কার্যাবলীর ফলাফল সকলের পর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত। মান্যবর ভাইস প্রেসিডেন্ট সুষ্ঠু রাষ্ট্রপরিচালনা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিক্ষার বিস্তৃতির উপর আলোকপাত করে তার ভাষণের পরিসমাপ্তি ঘটান।

হুযুর বিকেল ৫টা ১০মিনিটে তার ভাষণ শুরু করেন এবং বলেন,

> তাঁর আগমনে এবং ৩২টি দেশের আহ্মদীদের অংশগ্রহনের কারণে এটি একটি আন্তর্জাতিক জলসায় পরিণত হয়েছে। সেটি এই কারণে আরও জোরদার হয়েছে যে, সমস্ত অনুষ্ঠানাবলী এম.টি.এ (মুসলিম টেলিভিশন আহ্মদীয়া) তে সরাসরি দেখানো হয়েছে।

হুযুর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার পথে অব্যাহত সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত আহ্মদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। গোলাবাড়ির শস্যক্ষেত্রের উপমা টেনে হুযুর বলেন যে,

> একটি ভাল ফসল পেতে চাইলে প্রাথমিক পর্যায়েই আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং পানি সিঞ্চনের ব্যাপারে সর্বদা যত্ন নিতে হবে এবং বীজের বেড়ে উঠার ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। অনুরুপভাবে একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লার সর্বোচ্চ আশিস লাভ করতে অবশ্যই নির্ধারিত নিয়ম-প্রণালীর অনুসরণ করতে হবে।

হুযুর বলেন,

> "আমাদের হৃদয়গুলোর পরিচর্যা এবং তত্ত্বাবধান করতে হবে যেন ভাল কাজের চারা প্রস্ফুটিত হতে পারে"।

এই বিষয়ের গভীরে আলোকপাত করে হুযূর বলেন যে,

> আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাকে কেবল পরিতাপের বাক্য উচ্চারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না বরং অনুতপ্ততার সাথে প্রকৃত তওবা করতে হবে যা বস্তত 'ইস্তিগফার'। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিকে পবিত্রচেতা হয়ে দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার আনুকূল্য চাইতে হবে। মানব স্বভাব

প্রকৃতিগতভাবে পাপের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং তাই মন্দ প্রবণতার বিরূদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য অত্যাবশ্যক। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ:)এ বিষয়ে তিনটি স্তরক্রমের যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন। প্রকৃত অনুতপ্তকারী হতে হলে যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। প্রথমতঃ একজন ব্যক্তিকে নোংরা ও নীতিবর্জিত চিন্তাভাবনা পরিহার করতে হবে এবং তার গন্ডী থেকে নিজেকে দূরে নিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাকে পূর্বেকৃত যে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে হৃদয়ে লজ্জা ও পরিতাপ নিবিষ্ঠ রাখতে হবে। পরিতাপের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত স্তরে তখনই উপনিত হওয়া সম্ভব যখন একজন ব্যক্তি এই স্থিরকৃত সিদ্ধাতে উপনীত হবেন যে, সে কখনো আর নির্দির্ষঠ পাপ কাজে লিপ্ত হবে না। যখন এই তিনটি স্তরের পরিক্রমন সম্পাদিত হয়, তখন ব্যক্তির মন্দ কাজ উচ্চ নৈতিক গুণাবলীতে রুপান্তিত হয়ে যায়।

হুযুর একটি পরিবারের গন্ডীতে স্বামী ও স্ত্রীর গুরূত্বের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে,

রূঢ়তা কখনও ভাল ফলাফল বয়ে আনতে পারে না।স্বামীকে তাই পুরো পরিবারের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হতে হবে এবং তাই যখন দিনের শেষে সে ঘরে ফিরে আসে তখন স্ত্রী ও বাচ্চাদের কোমলতা ও স্নেহের সাথে সম্ভাষণ করবে।

ঠিক তেমনি ভাবে পরিবারে মহিলাদেরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কারণ তাঁদেরকে জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন পালনের সম্মানিত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

হুযুর এক পাষাণ হৃদয়ের অপরাধী ব্যক্তির উদাহরণ দেন যে,

বহু জঘন্য আপরাধ সম্পাদন করেছিল, যার ফলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। সে তার শেষ ইচ্ছা সরূপ তার মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে চাইল। যখন তিনি এলেন সে তাকে তার জিহ্বা বের করতে বলল এবং যখন তিনি এমনটি করলেন সে তার দাঁত দিয়ে মায়ের জিহ্বা কেটে অর্ধেক করে দিল। যখন তাকে প্রশ্ন করা হল কেন সে এই ন্যাক্কার জনক শেষ আপরাধটি করতে গেল, সে বলল যে, যখন সে ছোট ছিল তার মা তাকে ছোট খাট অপরাধ থেকে রক্ষা এমন কি তাতে উৎসাহিত করত। আর তখন থেকে সে উন্নতি (অবনতি) করতে করতে আজকের মত এক বড় অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। সে পরিতাপ করল যে সেদিন তার মা তাকে কেন আপরাধ থেকে বিরত রাখেনি।

হুযূর বলেন,

এটি প্রমাণ করে যে, মায়ের প্রভাব তার সন্তানের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর একটি হাদীসে বর্ণীত আছে যে, মায়ের পায়ের নীচে (সন্তানের) বেহেস্ত।

হুযুর বলেন যে,

যদি একজন মা তার পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে বস্ততই নরক তার পায়ের নীচে এসে যায়।

হুযূর আফ্রিকার এবং বিশেষ করে ঘানার অনুকূলে বিপুল আন্তরিক দোয়া করে তার ভাষণ সমাপ্ত করেন। তিনি বলেন যে,

আফ্রিকার জন্য রয়েছে ঊজজ্বল ভবিষ্যত। তাই দেশের লোকজনদেরকে ও কঠোর পরিশ্রম ও সততার সাথে কাজ করার সদিচ্ছা রাখতে হবে যেন সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যত দিন তরান্বিত হয়।

হুযূর ৫টা ৫০মিনিটে এই দোয়ার মাধ্যমে তার বক্তৃতা শেষ করেন যে:

“আল্লাহ্ তা’লা সমগ্র মানব জাতির প্রতি দয়া করুন। যেন এই আগত খেলাফত শতবর্ষ জুবিলীর বছরটি আপনাদের প্রত্যেকের জীবনে এক বিপ্লব এনে দেয়। যেন আল্লাহ্ তা’লা আমাকে আপনাদের পূর্বের চেয়ে অধিক ভালোবাসার সামর্থ্য দেন। যেন আল্লাহ্ তা’লা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে নেতাদের সংকীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধে উঠে আসার সামর্থ্য দেন। যেন আল্লাহ্ তা’লা আপনাদের নিরাপদে আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এবং যেন আল্লাহ্ তা’লা জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী সকলকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাউদ (আ:)-এর দোয়া লাভ করার উপযুক্ত করেন”।

২১শে এপ্রিল ২০০৮

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধানের দ্বারা দু’টি মসজিদের উদ্বোধন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) ঘানার আর ও তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ আল্‌-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন যা আহ্‌মদীয়া জামাত ঘানা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও অধীকৃত।

প্রথম যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় তা হল ‘একুমফি টি,আই আহ্‌মদীয়া সেকেন্ডারী স্কুল’ যাতে আহ্‌মদী এবং অ-আহ্‌মদী উভয় ছাত্রদের পড়ার সুযোগ রয়েছে। বস্তত পক্ষে স্কুলে অধ্যয়নরতদের অধিকাংশই অ-আহ্‌মদী ছাত্র, জামাতে আহ্‌মদীয়ার নীতি অনুসারে এখানে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রদের ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়া হয়।

ঘানায় আট বছর যাবত অবস্থান কালের বেশ কয়েকটি বছর হুযূর এই স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। বস্ততঃ হুযূরের অবস্থান কালীন সময়ে তাঁর নির্দশনা এবং তত্ত্বাবধানে স্কুলটির ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

১১টা ৩০মিনিটের সময় স্কুলে প্রবেশকালে ছাত্ররা একটি কুচকাওয়াজ মাধ্যমে হুযূরকে অভিনন্দন জানায়। তার পর তাঁকে রক্ষাবেষ্ঠণী দিয়ে তাঁর পুরনো কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পুরনো টবিলে বসে তিনি স্কুলের অতিথি বইতে লিখেন:

> আলহামদুলিল্লাহ, স্কুলটি দ্রুত উন্নতি লাভ করছে। আমি মনে করি সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক এবং অবশ্যই ছাত্ররা তাদের দায়িত্ব বুঝতে পারছেন, আল্লাহ্‌ তাঁদের সবাইকে আশিসমন্ডিত করুন।

– মির্যা মাসরুর আহমদ

(২১/৪ /০৮)

স্কুল পরিদর্শন পরিপূর্ণ হয় যখন হুযূর সেই ঘরটিতে যান যেখানে তিনি প্রিন্সিপাল থাকা অবস্থায় বসবাস করতেন। ইমারতটির নকশা তিনি নিজেই করেছিলেন।

দ্বিতীয় যে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করা হয় তা ছিল জামেয়া আহ্‌মদীয়া ঘানা, এই মিশনারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে বর্তমানে ১৫টি আফ্রিকান দেশের ১০৯ জন ছাত্র পড়াশুনা করছেন। এই পরিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এজন্য যে এতে হুযূর আনুষ্ঠানিক ভাবে ‘নূর মসজিদের’ উদ্বোধন করেন, যা জামেয়া চত্বরে নির্মিত একটি বেশ বড় মসজিদ। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে হুযূর জামেয়া আহ্‌মদীয়ার ছাত্রদের উদ্দশ্যে একটি ভাষণ দেন, যেখানে তিনি তাঁদের ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে মহান দায়িত্বের বিষয়ে স্মরণ করান। তিনি বলেন,

> “আপনাদের দায়িত্ব ছোট নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি আপনাদের স্কন্ধে একটি মহান দায়িত্বভার এবং যেভাবে জামাত অব্যাহতভাবে উন্নতি লাভ করছে আপনাদের দায়িত্ব বাড়তেই থাকবে। এটা আপনাদের কর্তব্য যে কঠোর পরিশ্রম করবেন এবং পড়াশুনায় মনোযোগী হবেন। আপনাদের জামাত এবং আপনাদের মাতাপিতা আপনাদেরকে এজন্য জামায়ায় পাঠিয়েছেন যেন আপানারা ফিরে গিয়ে অন্যদের সত্যিকার ইসলামের শিক্ষা দিতে পারেন। তাই মনে রাখবেন যে, যদি আপনারা মনোযোগী না হন তাহলে আপনাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন না”।

এই বিষয়ের আরো গভীরে আলোকপাত করতে গিয়ে হুযুর বলেন যে, যেমন জ্ঞান অর্জনে অগ্রসর হতে থাকবেন তেমনি চাল চলন, আচার ব্যবহারে ও যুগপৎ উন্নতি সাধন করতে হবে যেন আল্লাহ্‌ তা’লার সাথে একটি

সত্যিকার ও জীবন্ত সম্পর্ক সংস্থাপিত হতে পারে।যারা জ্ঞান অর্জন করেছে কিন্তু তার প্রয়োগ করেনি তারা যেন অন্তঃসারশূন্য খোলক। কেবল তখনই কোন ব্যক্তি অন্যের সংশোধন করতে পারে যখন সে প্রথমে নিজের সংশোধন করে। এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত থেকে আরও দৃষ্টান্তের জন্ম হয়।

হুযূর সমবেত ছাত্রদের অবহিত করেন যে, তাদের এটা মনে ঠিক নয় যে তাদের সবাইকে কেবল আফ্রিকায়ই নিয়োগ দেয়া হবে। তিনি বলেন তাদের ইউরোপের দেশগুলোতে অথবা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যেখানে জামাতের বিস্তৃতির প্রয়োজন সেখানেও প্রেরণ করা হতে পারে।তাই এটা জরুরী যে তারা যেন তাদের পড়াশুনার পরিধিকে বিস্তৃত করেন এবং জামাতের আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

জামেয়া আহ্মদীয়া থেকে প্রস্থানের পর হুযূর পটসিনে অবস্থিত আহ্মদীয়া মসজিদের উদ্বোধন করেন, যেখানে তিনি শত শত আহ্মদীদের দ্বারা অভিনন্দিত হন। হুযূর আহ্মদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তারপর খেলাফত শতবর্ষ জুবিলী উপলক্ষ্যে একটি বৃক্ষ রোপন করেন। এই মসজিদের উদ্বোধন জামাতের অব্যাহত সমৃদ্ধির আর একটি দৃষ্টান্ত যা বিরুদ্ধবাদীদের শত অপচেষ্টা সত্বে ও ঘটে চলেছে।

২১শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:) জামাতের প্রধান কেন্দ্র আক্রায় প্রত্যাবর্তন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর সম্মানে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় ঘানার ভাইস প্রেসিডেন্টের অংশগ্রহণ

'বাগে আহমদ'-এ কিছু দিন কাটানোর পর হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ আক্রার আহ্মদীয়া কেন্দ্রীয় মিশনে ফিরে আসেন। আক্রায় ফিরার পথিমধ্যে, হুযূর আহ্মদীয়া জামাতের অধীকৃত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন। অতঃপর হুযূর কেন্দ্রীয় মিশনে তাঁর সম্মানে আয়োজিত একটি আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় যোগদান করেন। ঘানা প্রজাতন্ত্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহামান্য আলহাজ্ব আলীও মাহামা এবং কানাডিয়ান হাইকমিশনার মান্যবর ড্যারেন স্যামেরও এই আনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

হুযূর 'বাগে আহমদ' থেকে প্রস্থান করেন সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে, তখন শত শত আহ্মদী সেখানে জড়ো হয়ে এই পংত্তিগুলো গাইছিল,

> "আমি তোমার সঙ্গে আছি, হে মাসরূর"।

যা ছিল প্রতিশ্রুত মসীহ্, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ:)-এর উপর আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নাযিলকৃত ঐশীবাণী।

সকাল ১১টা ১৫মিনিটে হুযূর ইকরা উফু আহ্মদীয়া কবর স্থানে পৌছেঁন, যেখানে জামাতের বহু সংখক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাহিত আছেন। হুযূর ঘানার প্রথম বয়েত গ্রহণকারী আহ্মদী চীফ মাহদী আপ্পাহ্ আমুসাহ মেনসাহ এবং তাহির কোবেশী হাম্মন্দ'র কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করেন।

দিনের শেষাংশে হুযূর আক্রার নিকটে জামাতের আঞ্চলিক কেন্দ্রে রাকীম ছাপা খানার উদ্বোধন করেন। কমপ্লেক্সের ভিতরে একটি কম্পিউটার কক্ষ ছিল, কিছু সংখক অফিস এবং তেমনি ভাবে বিদ্যমান ছাপা খানাটি। ছাপাখানায় কাটিং, বাইনডিং, প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং এর যন্ত্রপাতি ছিল যা যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হুযূরের খেলাফত শতবর্ষ জুবিলী উপলক্ষ্যে একটি বৃক্ষ রোপন করার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। সেখানে শতশত আহ্মদী সমবেত ভাবে কলেমার পংতি গুলো আওড়াচ্ছিল,

> "আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই"।

সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে হুযূরের সম্মানে প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা আক্রার আহ্মদীয়া কেন্দ্রীয় মিশনে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন পরিমন্ডলের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

মহামান্য ভাইস প্রেসিডেন্ট তাঁর বক্তৃতা কালে বলেন,

> "এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতে পারা আমার জন্য একটি সৌভাগ্য যাতে করে আমি হুযূর আকদাসকে স্বাগত জানাতে পারছি......আহ্মদীয়া জামাত ঘানা মুসলিম এবং অমুসলিম উভয়ের সাথে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সর্বদা একই রকম পর্যাপ্ত সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে।এটা সর্গীয় দিক নির্দেশনায়ই সম্ভব যদ্বারা হুযূরকে আশিসমন্ডিত করা হয়েছে। যেই বাণী তিনি সর্বদা প্রচার করেন তা ভালোবাসার"।

অনুষ্ঠানটি হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-এর এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে সমাপ্ত হয় যাতে তিনি মহামান্য অতিথিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যে, তিনি জামাতের সাথে বহুদিনের বিশ্বস্থ বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন। তিনি বলেন:

“আমার মনে পড়ে প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে তিনি যুক্তরাজ্য সফর করেছিলেন এবং আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন আর তাই আমরা লন্ডনের ফযল মসজিদে সাক্ষাতে মিলিত হই। সাধারণত অ-আহ্‌মদীরা কখনও আহ্‌মদীদের পিছনে নামায পড়তে পছন্দ করেন না, কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদের মসজিদে নামায পড়েছিলেন। আমি আশা করি যে, পূর্বের মত এখনও তিনি তেমনি উদারতা প্রদর্শন করবেন যার আমরা সর্বদা কদর করি”।

২২শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-এর নাইজেরিয়া আগমন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) গরীব ছাত্রদের প্রতি আহ্মদীয়া জামাতের সহাযোগিতার আশ্বাস দিলেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ তাঁর পশ্চিম আফ্রিকা সফরের অষ্টম দিনে নাইজেরিয়া পৌছঁলেন। হুযূর ঘানা থেকে ২২শে এপ্রিল রওয়ানা হন।

দুপুর ১২টা ১৫মিনিটে তাঁর বিমান 'এরো-ফ্লাইট' আক্রা থেকে লাগোসের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করে। ঘানা ত্যাগের প্রাক্কালে,শত শত আহ্মদী তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য বিমান বন্দরে আসেন এবং আনন্দ ও প্রশংসার সেই একই নযম গুলো গাইতে থাকে যা বিগত সপ্তাহকে আলোড়িত করে রেখেছিল।

হুযূর স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ০৫মিনিটে লাগোস পৌছেঁন। পৌছাঁনোর পরপরই একটি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করা হয়, যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রায় ৪০ জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে হুযূর বলেন, এই বছরটি জামাতের ইতিহাসে একটি বিশেষ বছর কারণ এ বছর জামাত খেলাফত শতবর্ষ জুবিলী উদযাপন করতে যাচ্ছে। খলিফাতুল মসীহ্ হিসেবে তার মিশন কি? এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন,

> "সাদামাটাভাবে আমার মিশন হল পৃথিবীতে শান্তি প্রবর্তন করা। এই শান্তির বাণীকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে সঞ্চারিত করাই আমাদের আরাধ্য কাজ"।

আলোচনাটি আহ্মদীয়া জামাতের সামাজিক অবদানের দিকে মোড় নেয়। হুযূর উল্লেখ করেন, জামাত কিভাবে সর্বদা গোত্র,ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার সেবার চেষ্টায় নিয়োজিত আছে। বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় জামাতের দ্বারা নির্মিত ও পরিচালিত বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কথার সাক্ষ্য বহন করে। হুযূর সমবেত প্রেসকে জানান যে, বর্তমানে জামাত নাইজেরিয়ার যেসব অঞ্চলে পানি অপ্রতুল সেখানে মিঠা পানির পাম্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখছে।

শিক্ষার বিষয়ে হুযূর বলেন, তিনি এটা উপলব্ধী করেন যে আফ্রিকার উন্নয়নের জন্য তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব রাখে। এ বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি এমন যোগ্য ছাত্র থাকে যার প্রকৃতই আর্থিক কারণে পড়াশুনায় এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নেই, তবে আহ্মদীয়া জামাত তাদের শিক্ষার খরচ বহন করবে। তিনি বলেন,

> এটা কোন ধর্মের উপর নির্ভরশিল হওয়া নয় বরং এটি একটি সামাজে প্রচলিত উদ্যোগ কারণ এই ধরনের সুবিধাদির যোগান দেয়া পবিত্র কুরানের মৌলিক শিক্ষা।

সংবাদ সম্মেলনের সমাপ্তির পর হুযূর লাগোসে অবস্থিত আহ্মদীয়া জামাতের কেন্দ্রীয় মিশনে চলে যান যেখানে তাকে হাজারো আহ্মদী মুসলমান অভিনন্দন জানায়। তারা তাদের আধ্যাত্বিক নেতাকে দেখে উৎফুল্লিত হয়ে উঠেন। আহ্মদী ছেলেরা হুযূরের সম্মানে একটি বিশেষ অভিবাদন কুচকাওয়াজ এবং কারাতে প্রদর্শনীর আয়োজন কর, তেমনি ভাবে আহ্মদী মেয়েরা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা:)-এর প্রশংসায় নযম গাইতে থাকে।

২৩শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:) লাগোসে অংগ-সংগঠনসমূহের অতিথিশালা (গেস্ট হাউজ) পরিদর্শন করেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)আজ নাইজারিয়ার লাগোসে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মিশনের চত্বরে নির্মিত দু'টি নতুন আহ্মদীয়া অতিথিশালা পরিদর্শন করেন।

হুযূর লাজনা ইমাইল্লাহ্ নাইজেরিয়া নির্মিত অতিথিশালা দেখার মাধ্যমে তাঁর পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেন। সদর লাজনা নাইজেরিয়া তাঁকে ইমারতটি ঘুরিয়ে দেখান।

দ্বিতীয়তঃ হুযূর মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক নির্মিত অতিথিশালা পরিদর্শন করেন। সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ সংগঠনের পক্ষে হুযূরকে স্বাগত জানান এবং তাঁর অব্যাহত ভালবাসা ও দোয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সংগঠনের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে হুযূর বলেন যে,

> 'আনসারুল্লাহ্' শব্দটির মানে হচ্ছে 'আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যকারী'। তাই এই সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাদের বহু বছরের লালিত অভিজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞার ব্যাবহারিক প্রয়োগ করে নতুন আহ্মদীদের এবং অন্যদের প্রয়োজনে পথ প্রদর্শন এবং তত্ত্বাবধান করা। তাঁদের জামাতের অন্যান্য সদস্যদের নেতা ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে হবে।

হুযূর বলেন যে,

> চল্লিশ বছরে উপনীত হলে এটা বুঝায় না যে সদস্যরা এখন বিশ্রাম নিতে এবং তাঁদের দায়িত্বে অবহেলা করতে পারবেন। বস্তুতঃ তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার সাহায্যকারীর হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

তিনি স্মরণ করান যে,

> হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস মির্যা নাসের আহমদ (রহঃ) 'সফে-দওম' ব্যবস্থাটি জামাতের ৪০-৫৫ বৎসর বয়স্ক সদস্যদের জন্যে চালু করেছিলেন। এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে, একজন আনসারকে সেই বয়সেও জামাতের কাজে পূর্ণ সক্রিয় থাকতে হবে।

হুযূর মজলিস আনসারুল্লাহ্ নাইজেরিয়াকে এই নির্দেশনা দান করে তাঁর পরিদর্শন কার্য সমাপ্ত করেন যে, তাঁরা অবশ্যই তাঁদের প্রতিটি সদস্যকে কর্মক্ষম করতে সর্বোত প্রচেষ্টা চালাবে।

তিনি দোয়া করেন যেন, আল্লাহ্ তা'লা সকল সদস্যদেরকে তাঁদের প্রতি অর্পিত গুরুদায়িত্ব বুঝার এবং তাতে মনোযোগী হওয়ার সামর্থ্য দান করেন।

২৩শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:) আহ্‌মদীয়া হাসপাতাল আপাপায় নতুন এক্স-রে ইউনিট উদ্বোধন করেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস,মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ আনুষ্ঠানিক ভাবে নাইজেরিয়ার আপাপায় আহ্‌মদীয়া জেনারেল হাসপাতালে একটি নতুন এক্স-রে ইউনিট উদ্বোধন করেন।

হুযূর দুপুর ১২টা ০৫মিনিটে এখানে এসে পৌছেঁন এবং শিশুদের দ্বারা অভিনন্দিত হন; যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় গান গাচ্ছিল। হাসপাতালের প্রবেশদ্বারে একটি বড় সাইন বোর্ডে লিখা ছিল,

> "আমরা যত্ন নেই, আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য দেন"।

হুযূরকে দুপুর ১২ টা ১৫ মিনিটে হাসপাতালের প্রধান প্রশাসক ও পরিচালক, ডা: মোহাম্মদ সলিমুল্লহ এক্স-রে ইউনিটে নিয়ে যান। হুযূরের পরিদর্শনের পরপরই এক্স-রে ইউনিটটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই ইউনিটটির উদ্বোধনের মাধ্যমে আবারো আহ্‌মদীয়া জামাতের মানবতার সেবার অঙ্গীকার পরিব্যাক্ত হল। হাসপাতালটি এমন একটি জনবহুল এলাকায় যেখানে বর্ণ, গোত্র, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ থেকে উপকৃত হবে।

২৩শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:) বেনিনে রাষ্টীয় সফর করেন

অর্ধশতাধিক রাজণ্যবর্গের হযরত মির্যা মাসরূর আহমদকে সংবর্ধনা

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) তাঁর খেলাফত শতবর্ষ জুবিলী উপলক্ষ্যে পশ্চিম আফ্রিকা সফরের এই পর্যায়ে আজ বেনিন পৌছেঁন। হুযুর তাঁর সহযাত্রীদের সাথে দুপুর ৩টা ০৫মিনিটে নাইজেরিয়া থেকে বেনিন সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং সেখানে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান মান্যবর জ্যাঁ আলেকজান্ডার, স্টেট মিনিস্টার (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এবং সরকারের মুখপাত্র,যাকে মহামান্য বেনিনের প্রেসিডেন্ট প্রেরণ করেছিলেন যেন তিনি হুযূরকে তাঁর দেশে এই রাষ্ট্রীয় সফরে তাঁর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাতে পারেন।

হুযূরকে স্বাগত জানাতে সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন অর্ধশতাধিক ঐতিহ্যবাহী রাজণ্যবর্গ। বেনিন পৌছাঁনোর পরপরই একটি সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করা হয়। হুযূর সরকারকে তাদের অব্যাহত সহযোগিতা এবং তাঁকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ঘোষণা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, আহ্‌মদীয়া ধর্ম বিশ্বাস বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাই তিনি আশা করেন এই সহযোগীতার চেতনা সর্বদা বাড়তেই থাকবে। অতঃপর সীমান্তে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় যেখানে স্টেট মিনিস্টার (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) আহ্‌মদীয়া জামাতের মহান সেবার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন,

> "আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত আমাদের দেশের কল্যাণে বিপুলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাই এটি বাঞ্ছনীয় যে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই। সকল ময়দানে আপনার জামাত উৎকর্ষতা অর্জন করেছে, হোক তা সেবামুলক কাজ যেমন পানি সরবরাহের ব্যবস্থা কিংবা আপনাদের ধর্ম বিশ্বাস প্রচার। আমরা যথার্থই আনন্দিত যে, আপনার পবিত্রসত্বা এখানে আগমন করেছে, আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই"।

অভ্যর্থনার জবাবে হুযূর মন্তব্য করেন:

> "আমি খুবই সন্তুষ্ট যে, মন্ত্রী এখানে এসেছেন এবং জামাতের প্রতি তার এমন প্রীতির অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। চার বছর পূর্বে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখনই আমি এটি প্রর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে,এখানকার স্থানীয় লোক জন খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। বেনিনের লোকজনদের জন্য আমার হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা জন্মেছে এবং এই ভালোবাসার জন্য সহযোগিতার স্পৃহা কেবল বৃদ্ধিই পেতে থাকে। আমি এই প্রত্যাশা এবং দোয়া করি যেন আরও বেশি বেশি ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়ে যায় যেন আমরা পূর্ব থেকে অধিকতর মানবতার সেবা করতে পারি। আমাদের সেবাকার্য সার্বজনীন"।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর হুযূর পোর্ট নভোতে অবস্থিত আহ্‌মদীয়া জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে যান। আকাশে ভারী মেঘের ঘনঘটার প্রেক্ষিতে হুযূরকে বিকেল ৪টা ৩০মিনিটে গন্তব্য স্থলে পৌছেতে হয়। বৃষ্টিপাত ক্ষান্ত হলে আবহাওয়া ঈষৎ ঠাণ্ডা এবং প্রসন্ন হয়ে যায়। একজন স্থানীয় লোক মন্তব্য করেন যে,

> বিগত দিন গুলোতে বেনিনে প্রচন্ড গরম ছিল, অথচ হুযূরের আগমনের সাথে সাথে আবহাওয়ায় সুখকর পরিবর্তন এসে গেছে।

২৪শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:) বেনিনের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংবর্ধিত

প্রেসিডেন্ট বনি ইয়াহি হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-কে ঘানায় অভ্যর্থনা জানালেন

বেনিন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান, মহামান্য প্রেসিডেন্ট ড: থমাস বনি ইয়াহি আজ চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আগত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদকে স্বাগত জানান। সাক্ষাতকালে নেতৃবৃন্দ বেনিনে আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের সামাজসেবামূলক ভূমিকার এবং সরকার ও আহ্মদীয়া জামাতের পারস্পরিক অব্যাহত সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন।

সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানটি প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে সকাল ১১টা ২৫মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর প্রেসিডেন্টকে তাঁর খোশ মেজাযের এবং জামাতের মানবতার সেবার অঙ্গীকারের বিষয়ে বলার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আহ্মদীয়া জামাত আজ পৃথিবীর ১৮৯টি দেশে বিরাজ করছে এবং প্রতিটি দেশেই ধর্মবিশ্বাস প্রচারের সাথে সাথে জামাত মানবতার সেবায় অবদান রেখে চলেছে।

হুযূর বলেন যে,

> পুরো আফ্রিকা জুড়ে মানব সেবার উদ্দেশ্যে জামাতের রয়েছে স্কুল, হাসপাতাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প।

তিনি বলেন যে, জামাত কখনও প্রত্যন্ত এলাকায় সেবাকার্যের জন্য যেয়ে থাকে যেখানে কর্তৃপক্ষ ও যাওয়ার সামর্থ্য রাখে না। কেবল বেনিনেই তিনটি হাসপাতাল রয়েছে, যা পোর্টনভো, আলাডা এবং টুই-তে অবস্থিত।

আলোচনাটি জামাতের গৃহীত প্রকল্প 'সবার জন্য পানি' এর দিকে মোড় নেয়। এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে সরকারের দ্বারা পরিত্যাক্ত ২০টি পানির পাম্প পুনর্বহাল করা হয়েছে এবং তা মিঠা পানি প্রত্যাশীদের চাহিদা পূরণ করছে। হুযুর বলেন যে, জামাত অব্যাহত ভাবে মানবতার সেবার নতুন নতুন উপায় খুজেঁ বের করবে এবং এই প্রসংঙ্গে সরকারের সহযোগিতার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান। প্রেসিডেন্ট হুযূরকে আহ্মদীয়া জামাতের দ্বারা বেনিনে গৃহীত সকল কার্যক্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, এটা তিনি বেশ উপলব্ধী করতে পেরেছেন যে যত কাজই জামাত করেছে তা ছিল শুধু আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে এতে অন্য আর কোন স্বার্থ লুক্কায়িত ছিল না এবং এর মাধ্যমেই সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

২৪শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:) বেনিনের খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী জলসার দ্বিতীয় দিনের বক্তব্য

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ বেনিনে খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী জলসা দ্বিতীয় দিনে তার বক্তৃতা পেশ করেন। তিনি বলেন যে,

> পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়েছে এবং মুক্তির এক মাত্র উপায় হল আহ্মদীয়া জামাতের দ্বারা প্রচারিত শান্তি ও ভালোবাসার বাণীকে গ্রহন করে নেয়া।

হুযুর সন্ধ্যা ৬টা ২০মিনিটে তাঁর ভাষণ শুরু করেন এবং বলেন যে,

> হযরত মসীহ্ মাউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ:) এই জন্য জলসা অনুষ্ঠানের ব্যাবস্থা চালু করেননি যেন লোকজন একত্রে জমা হয়ে বেহুদা আলাপ চারিতায় মত্ত হতে পারে।এটা কোন রাজনৈতিক অথবা সামাজিক অনুষ্ঠান নয় বরং এটি এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে লোকজন তাদের ধর্ম বিশ্বাসে উন্নতি সাধন করতে পারবে এবং তদ্বারা তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট শিষ্ঠাচার রপ্ত করতে পারে।
>
> মহানবী হযরত মহাম্মদ (সা:) ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন যে, যখন পৃথিবী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধ্বংসযজ্ঞের সম্মুখীন হবে তখন একজন মসীহ্ ও মাহদী আগমন করবেন।

হুযূর বলেন যে,

> যেই সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:) তাঁর দাবী পেশ করেন তখন পৃথিবীর এরূপই অবস্থা ছিল। মানুষ তাদের প্রভু প্রতিপালকের বিমুখ হয়ে গিয়েছিল এবং পরিপূর্ণ ধর্ম ইসলাম নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল এবং হীন স্বার্থে তাকে কলুষিত করা হয়েছিল।

হুযূর বলেন,

> আজকের দিনে পৃথিবী অব্যাহত ভাবে দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে এবং একমাত্র প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ:)-এর বাণী গ্রহণেই এই সঙ্কট নিবারিত হতে পারে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ প্রেরিত হয়েছিলেন যেন ভালোবাসা, শান্তি এবং প্রজ্ঞার বলে লোকদের হৃদয় জয় করতে পারেন এবং তাদের আল্লাহ্ তা'লার দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন এবং আজ এটাই অব্যাহত ভাবে খেলাফতে আহ্মদীয়ার তত্ত্বাবধানে আরধ্য কাজ।

হুযূর ত্বাকওয়ার বিষয়ে ফিরে এসে বলেন যে,

> প্রত্যেক আহ্মদীকে তাঁর হৃদয়ে তাক্বওয়ায় উন্নতি করতে হবে।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে,

> এটি মৌলিক ভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সত্যিকার ভালোবাসারই নামান্তর। তাই একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি আদেশকে মান্য করে চলার, কেবল তাঁরই ইবাদত করার,তাঁর সৃষ্টজীবকে ভালোবাসার এবং সর্বদা অন্য লোকদের ন্যায্য অধিকার প্রদানে বিচেষ্টিত থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার খাতিরেই এই সকল নৈতিক গুণাবলীতে উন্নতি সাধন করতে হবে। এটিই প্রকৃত দৃষ্টিতে তাক্বওয়া।

এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হুযূর আরো বলেন যে,

জলসার মত এমন অনুষ্ঠানকে সংশোধনের কাজে লাগাতে হবে। সংশোধনের মূল চাবিকাঠি হলো পাঁচ বাবের নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা যা প্রতিটি মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। যতক্ষণ মাতা-পিতা নামাজে পাবন্দ না হবেন তাঁদের সন্তানরা কখন ও তার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবে না।

হুযূর আর ও বলেন,

প্রতিটি আহ্মদীর চরিত্র অত্যন্ত উচ্চ মানের হতে হবে। এই মানদণ্ডে পৌছাঁতে হলে হৃদয়ে নম্রতার সৃষ্টি করতে হবে, কারণ এই গুণটি আল্লাহ্ তা'লার অত্যন্ত সুনজরে দেখে থকেন। তদুপরি আহ্মদীদের ঈর্ষা ও পরচর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ পৃথিবী যেসব সমস্যার আজ সম্মুখীন এই উভয় পাপ তার মূলে বিদ্যমান। এই মন্দ কাজের ফলশ্রুতিতে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেভাবে এর কারনে ঘরোয়া পর্যায়ে পরিবারও ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

রাত ঘনিয়ে আসায় হুযূর এই দোয়া করে সমাপ্তি টানেন যে,

"প্রত্যেক আহ্মদীর ত্বাকওয়ায় উৎকর্ষতা অর্জনের সামর্থ্য লাভ হোক এবং আল্লাহ্ তা'লা সকল আহ্মদীকে তাঁর সদয় সুরক্ষার বলয়ে রাখুন"।

২৫ শে এপ্রিল ২০০৮

‘পোর্ট নভো’-তে ‘আল-মাহ্‌দী’ মসজিদের উদ্বোধন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:) বেনিনের একটি নব নির্মিত মসজিদে জুম’আর খোতবা প্রদান করেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ ‘পোর্টি নভো’তে ‘আল-মাহ্‌দী’ মসজিদের উদ্বোধন করেন।

জুম’আর খুতবা প্রদান কালে হুযূর বলেনঃ

> “আজ এখানে ‘পোর্ট নভো’তে এই মসজিদের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। ২০০৪ সালে যখন আমি বেনিন সফর করেছিলাম তখন এটির ভিত্তি প্রস্তর রেখেছিলাম এবং আজ আমি এটির উদ্বোধন করছি। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের এই মনোরম মসজিদ দান করেছেন যেন লোকজন এখানে একত্রিত হয়ে তাঁর ইবাদত করতে পারেন।
>
> এটি এই জামাতের উপর আল্লাহ্ তা’লার মহান ফযল যে আমরা প্রত্যেক বড় বড় শহরে মসজিদ নির্মাণের সামর্থ্য লাভ করছি। আমরা যেমন তা আফ্রিকার দরিদ্রতম ও বঞ্চিত এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করছি তেমনি ভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় শহরেও মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক পাচ্ছি। প্রতিটি স্থানে জামাতের সদস্যদের কুরবানীর মাধ্যমেই আমরা এমন মনোরম মসজিদ নির্মিত করতে সক্ষম হচ্ছি।
>
> এই জামাতের কাছে পার্থিব সম্পদ খুবই নগন্য কিন্তু যা আমাদের কাছে বিপুল পরিমানে রয়েছে তা হল ঈমানের সম্পদ-আর তার ফলেই আহ্‌মদীরা এত বড় কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারছে”।

ঈমানের বিষয়ে জোর দিতে গিয়ে হুযূর বলেন,

> আহ্‌মদীদের সর্বদা নিজেদের মন্দ কাজ থেকে সতর্ক থাকতে এবং এর থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে এবং এটি করার সর্বোত্তম উপায় হলো আল্লাহ্ তা’লার দরবারে ইবাদতে নত হওয়া এবং তাঁর সকল অনুগ্রহের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

হুযূর বলেন,

> তিনি প্রত্যাশা করেন যে এই মসজিদ সর্বদা নামাজীদের দ্বারা পূর্ণ থাকবে। তিনি মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর একটি হাদীসের বর্ণনা দিয়ে বলেন, এক ব্যক্তি যে বা-জামাত নামাজ পড়েন তিনি তার থেকে বহুগুণ অধিক কল্যাণ লাভ করে থাকেন যিনি একেলা ঘরে নামায পড়েন।

একতার ধারনাটিও মসজিদের আর একটি কল্যাণকর দিক। হুযূর বলেন,

> মসজিদে সমাজের সকল স্তরের লোক একত্রিত হয়। এখানে এটি বিবেচ্চ বিষয় নয় যে কে ধনী আর কে দরিদ্র অথবা কে শিক্ষিত কে অশিক্ষিত বরং মসজিদে সবাই সমান।

হুযূর বলেন,

> যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে এই প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে যে, সে কার অব্যবহিত পরে দাঁড়াবে তাহলে এটা করায় তার কোন ছওয়াব বাড়বে না কারণ মসজিদে আসার এক মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা’লার ইবাদত। যদি আহ্‌মদীরা মসজিদে একত্রিত হয়ে আসেন এবং বিশ্বস্ত তার সাথে ইবাদত করেন তাহলে

তাদের এই কাজের সুপ্রভাব কেবল মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বস্তুত তাদের ইবাদতের কারণে বাইরের সমাজও উপকৃত হবে কারণ এতে করে ইসলামের ভালোবাসা ও শান্তির শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তৃত হতে থাকবে।

হুযুর জামাতের অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের প্রতি উপদেশদানের মাধ্যমে তাঁর খোতবার সমাপ্তি টানেন। হুযুর নির্দেশ দেন যে,

এই অংগ-সংগঠন গুলো- লাজনাইমাইল্লাহ, মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়া এবং মজলিস আনসারুল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের দায়িত্ব কেবল তাদের আপন সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তাই একজন আনসারুল্লাহর সদস্য খোদ্দাম অথবা লাজনাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং তদ্রূপ অন্যরাও তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। অঙ্গ সংগঠনের কেউই জামাতের কোন ব্যাপ্যারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না কারন জামাত একটি উচ্চ কর্তৃপক্ষ।

হুযূর আর ও নির্দেশনা দান করেন যে,

অঙ্গ সংগঠনের স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু এদের স্থানীয় জামাতের আমীরের সাথে পরামর্শ করে নিশ্চিত হতে হবে যেন তাদের কার্যক্রম জামাতের কোন বিষয়ের অন্তরায় না হয়।

হুযুর এটা স্মরণ করিয়ে তাঁর খোতবার সমাপ্তি টানেন যে, প্রত্যেক অঙ্গ সংগঠনের প্রতিটি সদস্য প্রকৃতপক্ষে মূল জামাতেরই সদস্য।

২৫শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:) নতুন মিশন হাউজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ বেনিনে নতুন একটি মিশন হাউজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যা 'পোর্ট নভো'তে অবস্থিত 'আল-মাহদী' মসজিদের নির্ধারিত ভূমিখন্ডের পাশে নির্মিত হবে।

হুযুর জুমু'আর খোতবার মাধ্যমে 'আল-মাহদী' মসজিদের উদ্বোধনের পরপরই এই মিশন হাউজের ভিত্তিপ্রস্তর রাখলেন। ভিত্তি প্রস্তর রাখার সাথে সাথে স্থানীয় জামাতের সদস্যরা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় শ্লোগান দিতে থাকেন।

হুযূরের পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

২৫শে এপ্রিল ২০০৮

বেনিনে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-এর সম্মানে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা

বেনিন সরকার আজ রাতে “পাঁলেস দ্যা কংগ্রেস” (কংগ্রেস প্রাসাদে) হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর সম্মানে একটি সংবর্ধনার সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং ঐতিহ্যবাহী রাজণ্যবর্গসহ বেনিন সমাজের বিভিন্ন পরিমন্ডলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানটি সকাল ৮টা ৪৫মিনিটে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর কয়েকজন বক্তা মঞ্চে আরোহন করেন, যার মধ্যে উপস্থিত মন্ত্রীবর্গ এবং ঐতিহ্যবাহী রাজারা সামিল ছিলেন। তাঁরা আহ্মদীয়া জামাত বেনিনের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং হুযুরকে তাঁদের দেশে স্বাগত জানান।

সেই সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষনীয় বিষয় ছিল হুযুরের প্রদত্ত অভিভাষণ যাতে তিনি অতিথি বক্তাদের উষ্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আহ্মদীয়া জামাতের অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

> “এর দু’টি দিক রয়েছে: দুনিয়া আল্লাহ্ তা’লা থেকে দূরে সরে গেছে আর তাই আমাদের জামাতের প্রথম লক্ষ্য হলো এর প্রতিকার করা এবং লোকদের আল্লহতা’লার দিকে ফিরিয়ে আনা।
>
> দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো সকল মানুষের মানবিক অধিকারকে রক্ষা করা যা স্বার্থান্বেষীদের কবলে হুমকীর সম্মুখীন। যদি এই দু’টি লক্ষ্য অর্জন করা যায় তাহলে দুনিয়া যত সব সমস্যার সম্মুখীন তা সবই নির্মূল হয়ে যাবে”।

অতঃপর হুযূর জামাতের সামাজিক অবদানের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্ট জীবের সেবা করা এবং তাই জামাতের কোন সহযোগিতা অথবা সেবামূলক কাজ বেনিনের প্রতি সুনজর রেখে করা হচ্ছে না বরং তা জামাতের উপর অর্পিত একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা। তিনি বলেন যে, বেনিনের লোকদের এ ব্যাপারে চিন্তিত হবার কিছু নেই যে, হয়ত একদিন জামাত এখান থেকে চলে যাবে কারণ জামাত কখনও মানবতার সেবা থেকে দূরে সরে যায়নি এবং যাবে না।

বেনিনের সরকারকে তাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য আরও একবার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হুযূর তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করেন। অতঃপর সকল অতিথিদের রাতের খাবার পরিবেশণ করা হয়। পরিশেষে, হুযূর এক ঘন্টা যাবত ব্যক্তিগতভাবে অতিথিদের সাথে মিলিত হন। সাক্ষাতপ্রার্থী অতিথিদের মধ্যে সমভাবে আহ্মদী এবং অ-আহ্মদীরা অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁরা একেক জন ব্যক্তিগত ভাবে হুযূরের নিকট সাক্ষাতের জন্য আসেন এবং হুযূরের কাছে দোয়া দরখাস্ত করেন। রাত ১১টা ১৫ মিনিটে এই অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৬শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-এর নাইজেরিয়ায় প্রত্যাবর্তন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ ‘বেনিন’-এ তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে লাগোসে অবস্থিত আহ্মদীয়া মিশনের দেশীয় কার্যালয়ে ফিরে আসেন।

হুযূর দুপুরের খাবারের পরপরই রওয়ানা হয়ে যান, সেখানে বেনিন জামাতের অনেক সদস্য তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য সমবেত হয়েছিল। রশিদ আহমদ নামক এক ব্যক্তি, যিনি হুযূরের সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেন, বলেন,

> “আমি আমার স্বপ্নেও আশা করেনি যে, আমি এই বেনিনে কখনও হুযুরের সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ পাব। আমি এম.টি.এ-তে দেখতাম লোকজন হুযূরের হস্ত মোবারক চুম্বন করছে এবং সর্বদা হৃদয়ে এই আকাংখা পোষণ করতাম যে, হায় যদি আমি কখন ও এমনটি করার সুযোগ পেতাম। সত্যি বলতে কি, আমি কখনও বিশ্বাসই করতাম না যে আমার এমন সৌভাগ্য লাভ হবে”।

বেনিনের মালিক হাসান ১৯৯৪ সালে আহ্মদীয়াত গ্রহণ করেন। তার ও হুযূরের সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ হয়। তিনি বলেন,

> “প্রথমবার হুযূর কে দেখে আমি কাঁদতে শুরু করি। প্রকৃতপক্ষে যখনই আমি তাঁকে দেখি আমার আবেগ এত প্রখর হয়ে যায় যে আমি অন্য কিছু করতে না পেরে কাঁদতে থাকি। হুযূরের সাথে সাক্ষাত আমার জীবনকে পালটে দিয়েছে কারণ আমি এখন সেই ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছি যিনি আমার খলিফা। যখন আমি তাঁকে দেখলাম, আমি সত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিনি। সারা দুনিয়াতে তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি নেই”।

নাইজেরিয়া সীমান্তে পৌছানোর পর, হুযূর আমীর জামাত নাইজেরিয়া, ডা: মাসহুদ আদেনরেল ফাশুলা এবং মিশনারি ইনচার্জ, খালিক নাইয়ার কর্তৃক অভিনন্দিত হন। শত শত আহ্মদী মুসলমানও হুযূরকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর মোটর শোভা যাত্রা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে হুযূর সন্ধ্যা ৬ টা ৩০মিনিটে এসে পৌঁছেন।

২৭শে এপ্রিল ২০০৮

ইবাদানে বাইতুর রাহীম মসজিদের উদ্বোধন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:) লাগোসে আহ্মদীয়া মুদ্রণালয় পরিদর্শণ করেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ ইবাদানে 'বাইতুর রাহীম' মসজিদের উদ্বোধন করেন। হুযূর দুপুর ২টা ২০মিনিটে লাগোস থেকে এখানে এসে পৌঁছেন, শত শত স্থানীয় আহ্মদী হুযুর কে স্বাগত জানান, যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় শ্লোগান দিচ্ছিল, অতঃপর নাইজেরিয়ার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

তারপর হুযুর একটি ফলকের উন্মোচন করেন, যা নতুন মসজিদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের স্বারক ছিল,

> এ ভাবে এটি বিশ্বব্যাপী আর ও বহু সংখক আহ্মদীয়া মসজিদের সাথে সামিল হয়ে গেল, যা এই খেলাফত শত বর্ষ জুবিলী উপলক্ষ্যে উদ্বোধন করা হচ্ছে।

হুযূর দিনের প্রারম্ভে লাগোসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'রাকীম মুদ্রণালয়' ও পরিদর্শন করেন। মুদ্রণালয়ের প্রধান আদনান আহমদ হুযূরকে এটি ঘুরিয়ে দেখান।

২৮শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:) বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলিম বিচারকের সাথে সাক্ষাত করেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ(আই:) আজ নাইজেরিয়ার কাউয়ারা প্রদেশের শরীয়া আদালতের প্রবীণ কাজীর সাথে সাক্ষাত করেন।

এই বয়োজ্যেষ্ঠ কাজী বলেন, তিনি বিশ্বাস রাখেন যে, কোন ব্যক্তি যে ইসলামের বিশ্বাসের ঘোষণা, **"আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ"** এর অনুকীর্তন করেন, তিনি মুসলমান। সুতরাং তিনি সেই সব অ-আহ্মদী মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের আহ্মদীয়া জামাতকে ব্যতান্ত্রিক (খারেজি) বলার ধারনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই কথা শুনে হুযুর মন্তব্য করেন যে,

> তিনি সন্তুষ্ট যে কাজী সাহেব ঠিক সেই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করলেন, যা স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (সা:) ব্যবহার করতেন।

আফ্রিকার উন্নয়নের প্রসংগে ফিরে এ সে হুযুর বলেন যে, দুর্নীতি বরাবরের মতো একটি বড় সমস্যা। আল্লাহ্ তা'লা নাইজেরিয়া এবং অন্যান্য আফ্রিকান জাতিকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু তারা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারবেনা, যতক্ষণ না তাদের নেতারা নিজেদের হীন স্বার্থকে অগ্রাহ্য করতে পারবে। তদুপরি, আফ্রিকার নেতাদের এবং জনগকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তারা উন্নত জাতি সমূহের সাথে সাম্যতা বজায় রাখতে, এমন কি উন্নতি করার ক্ষেত্রে তাদেরকে ও ছাড়িয়ে যেতে পারেন। তিনি বলেন যে, যদি এই বিষয়গুলো অনুসরণ করা হয়, আল্লাহ্ চাহেত,আফ্রিকা দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

কাজী সাহেব শরীয়ত আদালত কি ধরনের মামলা গ্রহন করে থাকে তা হুযূরকে অবগত করেন। তিনি বলেন, তারা বিবাহ, তালাক, ভূমি নথিভূক্ত করন এবং আরো এমনই কিছু মামলা গ্রহণ করে থাকেন। হুযূর পরামর্শ দেন যেহেতু 'কাউয়ারা' প্রদেশের বেশির ভাগ লোক মুসলমান তাই কতৃপক্ষের যাকাতের উত্তম ব্যাবস্থাটি চালু করা উচিত, যাতে করে তা সমাজের বহুবিধ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কাজী সাহেবের আমন্ত্রণে হুযূর পরবর্তীতে শরীয়ত আদালতের লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে হুযূর অতিথিদের জন্য রাখা পুস্তকে লিখেন:

> "আল্লাহ্ তা'লা শরীয়ত আদালতকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা আনুসারে ন্যায় বিচার করার সামর্থ্য দান করুন"।
>
> মির্যা মাসরূর আহমদ
>
> ২৮/৪/০৮

২৮শে এপ্রিল ২০০৮

গভর্ণমেন্ট হাউজে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:)-এর অভ্যর্থনা

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) কে আজ মান্যবর চীফ জুয়েল ওগুনদেজী, কাওয়ারা প্রদেশের ডিপুটি গভর্ণর সাহেব কর্তৃক গভর্নর হাউজ 'ইলোরিন'-এ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক হাই কমিশনার এবং অন্যান্য প্রাদেশিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দুপুর একটায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতঃপর হুযূর সমবেত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে দোয়া পরিচালনা করেন। এরপর আমন্ত্রিত হয়ে হুযূর প্রতিনিধিদের দ্বারা উদ্দেশ্যে তাঁর অভিভাষণ শুরূ করেন। এতে হুযূর বলেন,

> "প্রথমত, আমাকে সংবর্ধনা দেয়ার সদিচ্ছার জন্য ডিপুটি গভর্ণর সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগকে আমি ফিরাতে পারিনি কারণ এটি ইসলামিক শিক্ষা যে, যখনই কোন এলাকা পরিদর্শন করবে তখন সেখান কার স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করবে।
>
> আহ্মদীয়া জামাত সর্বদা মানবতার সেবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্ঠা করেছে এবং তা করে যাবে। আমরা বিভিন্ন স্থানে মানব সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি কিন্তু এই কার্যসাধন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়"।

এরপর ডিপুটি গভর্ণর সাহেব জমায়েতের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতা কালে তিনি হুযূরকে 'কাওয়ারা' প্রদেশে স্বাগত জানান এবং বলেন মান্যবর গভর্ণর স্বয়ং হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে যেহেতু একটি গভর্নর সভায় সভাপতিত্ব করতে হচ্ছে তাই তিনি এখানে আসতে পারেন নি।

ডিপুটি গভর্ণর সাহেব, অতঃপর আহ্মদীয়া জামাতের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন মানবসেবামূলক কার্যাবলীর ব্যাপারে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন:

> "আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত তাদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং মানব সেবা মূলক কাজের জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত। জামাত স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং বিশেষ করে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছে.........আপনার সাথে সাক্ষাত আমার জন্য একটি অপূর্ব সুযোগ এবং সেজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ"।

ডিপুটি গভর্ণর সাহেব এরপর আহ্মদীয়া মুসলিম জামাতের নিকট প্রদেশের পক্ষ থেকে দু'টি অনুরোধ পেশ করেন। তিনি প্রদেশে একটি হাসপাতাল নির্মানের এবং শরীয়ত আদালতের গ্রন্থাগারে পুস্তক প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানটি হুযূর এবং ডিপুটি গভর্ণর সাহেবের মাঝে উপঢৌকন বিনিময়ের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৮শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আই:) বুরগোর ইমীর কর্তৃক নিউ বুস্সা'র প্রাসাদে সংবর্ধিত

বুরগোর ইমীর মহামান্য রাজা ড: হালিরু দানতুরু কনকিতুরু তৃতীয়, আজ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-কে তার 'নিউ বুস্সা'-র প্রাসাদে সংবর্ধনা প্রদান করেন। হুযূর ইমীরের রাষ্ট্রীয় অতিথিশলায় রাত্রি যাপনের আমন্ত্রন গ্রহন করেন।

নাইজেরিয়া থেকে যাত্রা শুরূ করেন, বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে ইলোরিন অতিক্রম করেন, সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে হুযূর ইমীরের প্রসাদে পৌছেন। পথিমধ্যে তাঁর মোটর শোভা যাত্রা বিশাল নাইজার নদী এবং কানজী জলাশয় অতিক্রম করে। মোটর শোভা যাত্রা 'নিউ বুস্সা' পৌছলে 'বুরগো' কাউন্সিলের সদস্যগন হুযূর কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বুরগোর সীমান্তে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান, তা দেখে হুযূর তাঁর গাড়ী থেকে নেমে আসেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে কাউন্সিলের সদস্যদের সাথে মিলিত হন। প্রাসাদে পৌঁছলে ইমীর তার সহচরগনের সাথে হুযূর কে স্বাগত জানান। তিনি বলেন:

> "আজকের দিনটি নিউ বুস্সা'র জন্য একটি ঐতিহাসিক দিবস। প্রকৃত পক্ষে এটি এই প্রদেশের লোকজনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার এক মহান আশীর্বাদ যে হুযূর আমার আমন্ত্রন গ্রহণ করেছেন। আমি বিশেষত কৃতজ্ঞ যে তিনি আমার নির্মাণাধীন নতুন ইসলামিক কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের জন্যও রাজী হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা অব্যাহত ভাবে তাঁকে পথ প্রদর্শণ করতে থাকুন"।

ইমীরের আন্তরিক অভ্যর্থনার পর হুযূর তাঁকে তাঁর সদয় বাক্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে, তিনি ইমীরকে দু'বৎসর যাবত জানেন এবং এই পুরো সময় কালে বন্ধুত্বের বন্ধন অব্যাহত ভাবে জোরদার হয়েছে।

অভ্যর্থনার পর পর ইমীর স্বয়ং হুযূরকে তাঁর রাজ প্রসাদে নিয়ে যান।

২৯শে এপ্রিল ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, নতুন ইসলামিক কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর রাখলেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:)-এর সম্মানে বুরগোর ইমীর এর সংবর্ধনা

মহামান্য রাজা বুরগোর ইমীর ড: হালিরূ দানতুরূ কনকিতুরূ তৃতীয় তাৎষর প্রদেশে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:)-এর আগমন উপলক্ষ্যে আজ একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন যাতে বহু সংখক স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরূত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হুযূর কর্তৃক 'খাদিজা মেমোরিয়াল ইসলামিক কেন্দ্র'টির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জমায়েতের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা সমস্বরে হুযূরকে বুরগোয় স্বাগত জানান এবং এই সংবর্ধনায় যোগদানের সুযোগ লাভের জন্য ইমীরকে কৃতজ্ঞতা জানান।

অতঃপর ইমীর স্বয়ং দর্শকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রদেশের জনগনের পক্ষে হুযূরকে স্বাগত জানান এবং বলেন যে,তাঁর এই পরিদর্শন একটি ঐতিহাসিক দিনের ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন জুলাই ২০০৭ –এ লন্ডনে তিনি হুযূরের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সেই সাক্ষাত কালে তাঁরা বিশ্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।ইমীর বলেন তিনি হুযূরের সুগভীর এবং বাস্তবভিত্তিক সমাধানের পরামর্শে সম্মোহিত হয়েছিলেন এবং তাঁর অকৃত্রিম স্পৃহা ছিল যেন আফ্রিকা মহাদেশ সমৃদ্ধি লাভ করে।

ইমীর হুযূরকে 'খাদিজা মেমোরিয়াল ইসলামিক কেন্দ্রে'র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে রাজী হওয়ার জন্যও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।তিনি বলেন এই কেন্দ্রটি তাঁর পরলোকগতা মাতার নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং এটি শিশুদের সত্যিকার ইসলামী প্রীতি ও শান্তির শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য কাজ করবে।তিনি খেলাফত শত বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে জামাতকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

অতঃপর হুযূর সমবেতদের উদেশ্য তাঁর বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে প্রথমে ইমীরকে তাঁর ভাই বলে সম্ভোধন করে বলেন:

> "আজ আমি একজন বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করে পুলকিত বোধ করছি।আমি তাঁকে কেবল কিছু বছর ধরে জানি কিন্তু তাঁর উচ্চ নৈতিকতা এবং বিনম্রতা দেখে মনে হয় তিনি আমার বহু দিনের বন্ধু।আমি অবশ্যই বুরগোর ইমীরের রাজকীয় উচ্চ মর্যাদার প্রশংসা করি কারন তাঁর এই উচ্চ মর্যাদা তাঁকে অহঙ্কারী ও আত্বম্ভরে পরিণত করতে পারেনি বরং আমি তাঁর মধ্যে নম্রতা দেখেছি আর সেই জন্য আমি তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি"।

হুযুর আরও বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে নাইজেরিয়াকে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন। তিনি বলেন যে, এটা মানুষের দায়িত্ব যেন এই প্রাকৃতিক সম্পদকে সর্বোত্তম উপায়ে ব্যবহার করে যেন তাতে যথাসম্ভব অধিক থেকে অধিকতর লোকের কল্যাণ সাধন হয়। তিনি আরও বলেন যে, আহ্মদীয়া জামাত সর্বদা নাইজেরিয়ার জনগনের সেবা করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং এই প্রসংগে তিনি স্থানীয় জামাতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন একটি সম্ভাব্য প্রতিবেদন তৈরী করা হয় যে কিভাবে বুরগোর লোকজনের সেবা ও সহযোগিতা করা যায়।

অতঃপর সম্মেলনে উপস্থিত সবাই ইসলামী কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে দুপুর ১২টা ২০মিনিটে হুযূর এবং ইমীর উভয়ে এক সাথে খাদিজা মেমোরিয়াল ইসলামী কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

২৯শে এপ্রিল ২০০৮

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় ‘মোবারক মসজিদের উদ্বোধন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ মির্যা মাসরূর আহমদ আহ্মদীয়া মসজিদ এবং মিশন হাউজের উদ্বোধন করলেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ নাইজেরিয়ার রাজধানী শহর আবুজায় মনোরম ‘মোবারক মসজিদের’ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো একই ভূমিখন্ডে নির্মীয়মান মিশন হাউজের উদ্বোধন।

হুযূর নিউ বুস্সা থেকে গাড়ী ভ্রমণে ৪৫৫ কিমি অতিক্রম করে রাত ৯ টায় মসজিদে পৌছেন যা লাগোস থেকে ইবাদান, ইলোরিন এবং বুরগো হয়ে আবুজা পর্যন্ত তিনদিনের অবিরাম সফরের সমাপ্তি ছিল। হুযূর কে তৎক্ষনাৎ মোবারক মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় যা তিনি যথাযথ ভাবে দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। অতঃপর তিনি মসজিদে মাগরিব ও এশার নামায পড়ান।

উপস্থিত অনেকেই মসজিদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন, যাতে একটি বড় হলুদ গম্বুজ এবং উঁচু মিনার শোভা পাচ্ছিল। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ দু’টি তলায় নির্মিত যা এক সাথে ১২০০ নামাযীর স্থান সংকুলান করতে পারে।

মসজিদের উদ্বোধনের পর, হুযুর তৎসংলগ্ন মিশন হাউজেরও উদ্বোধন করেন। এই ইমারতটিও দু’তলা বিশিষ্ট, যাতে কিছু অতিথি কামরা এবং রান্নার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

মসজিদের উদ্বোধনের পর জাতীয় টেলিভিশনের একজন সাংবাদিক হুযূরের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। নাইজেরিয়ায় হুযূরের মিশন কি? -এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে হুযূর বলেন:

> “আমার প্রথম এবং প্রধান মিশন হলো এখানকার আহ্মদীয়া জামাতের সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করা। এটা আমার রীতি যে পৃথিবীর যেখানেই নাইজেরিয়ার মতো আহ্মদীদের বড় জামাত রয়েছে সেখানে আমি সফর করে থাকি”।

নাইজেরিয়ার জনগনের প্রতি তাঁর বাণী কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হুযুর বলেন:

> “প্রথমত: আজকের দিনে লোকজন আল্লাহ্ তা’লার প্রতি তাদের দায়িত্বাবলী ভুলে বসে আছে এবং তাই তাদের প্রতি আমার বার্তা হলো আল্লাহ্ তা’লাকে শনাক্ত করুন এবং তাঁর অনুগ্রহ গ্রহন করুন। দ্বিতীয়ত: প্রতিটি মানুষকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করবো যে আপনারা আপনাদের সাথীদের অধিকারকে মেনে নিন। যদি এই দুটি নীতির অনুসরণ করা হয় তাহলে আমরা ধ্বংসের পরিবর্তে শান্তির বিস্তার ঘটতে দেখবো”।

২রা মে ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:) নাইজেরিয়ার খেলাফত শত বার্ষিকী জলসা উদ্বোধন করলেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আহ্মদীদের আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনে সংগ্রাম করার তাগিদ দেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) তাঁর পশ্চিম আফ্রিকা সফরের অংশ হিসেবে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে নাইজেরিয়ার ৫৮তম সালানা জলসা উদ্বোধন করেন। হুযূরের জুমু'আর খুতবার মাধ্যমে 'হাদীকাতে আহমদ'-এ এই অনুষ্ঠানের শুরু হয়, যা ৮৫ একর বিস্তৃত একটি ময়দান, এটি রাজধানী শহর আবুজাহ থেকে যা চল্লিশ কিমি দূরে অবস্থিত। অনুষ্ঠানটি আহ্মদীয়া জামাতের ইতিহাসে এজন্যও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, এই প্রথম নাইজেরিয়া থেকে সরাসরি এম.টি.এ-র মাধ্যমে তা সারা বিশ্বে সম্প্রচার করা হয়েছে।

হুযূর জলসা সালানার গুরুত্বের বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন যে,

> এটা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃতই এক আশীর্বাদ যে, এই যুগে যেখানে অধিকাংশ লোক ধর্ম থেকে বিমুখ রয়েছে সেখানে আহ্মদীয়া জামাত অব্যাহত ভাবে প্রায় প্রতিটি দেশে এমন জলসা অনুষ্ঠান করে চলেছে। এই জলসা যেন দুনিয়াকে জামাতের শক্তিমত্তা দেখানোর উদ্দেশ্যে করা না হয়, বরং তা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বোত্তম শিক্ষা লাভের জন্যে করা হয়।

হুযূর আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক নিয়মনীতি বর্ণনা করেন। যার মধ্যে প্রথম ও প্রধান বিষয় হলো নামাযে পাবন্দ হওয়া। পাঁচ বেলার নামায প্রতিটি মুসলমানের উপর অবশ্য অবশ্য পালনীয় এবং তা আমাদের পাপমোচন এবং আত্মশোধনের উপায়। এক ব্যক্তি যে বিশ্বস্ততা এবং নম্রতার সাথে নামায আদায় করে সে দেখতে পাবে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তার জন্য এমন রাস্তা খুলে দেবেন যার মাধ্যমে সে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারবে। কিন্তু এই অনুগ্রহ সে সব ব্যক্তিদের প্রদান করা হয় না যারা কেবল মানুষকে পরখ কিংবা মানুষের মনে রেখাপাত করার জন্য নামায পড়ে থাকে। হুযূর সাবধান করেন যে, যদিও মানুষকে প্রতারণা করা যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাকে কোন ভাবেই ধোকা দেয়া সম্ভব নয়।

অতঃপর হুযুর উপদেশ দেন যে,

> সকল আহ্মদীকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আর্থিক কুরবাণী করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে দানশীলতা সর্বদাই গ্রহণীয় এবং এটি তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার একটি উপায়। তদুপরি ব্যাক্তিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সততা লালন করতে হবে। আমাদের সকল কথা এবং কাজের কোথাও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়।
>
> ঈর্ষাপরায়ণতা আরও একটি ক্ষতিকারক পাপ যা ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে প্রচুর ক্ষতি সাধন করেছে এবং অব্যাহত ভাবে তা করে চলেছে।

হুযূর বলেন যে,

> সে আসলে আহ্মদীই হয়নি যে অন্যের সফলতা এবং সুখে ঈর্ষা পোষণ করে থাকে।

তিনি বলেন যে, জামাতের বিরুদ্ধবাদীরা জামাতের সফলতায় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে থাকে। হুযূর পরামর্শ দেন, ঈর্ষার পরিবর্তে পারস্পরিক প্রীতি এবং অন্যের অনুভূতির দিকে খেয়াল রাখা অনেক বেশি জরুরী।

হুযূর খেলাফতের কল্যাণের উপর আলোকপাত করে তাঁর খোতবা সমাপ্ত করেন। তিনি বলেন যে, জামাত এই বছর এই সুমহান প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষপূর্তী উদযাপন করছে। এটি জামাতের উপর স্বয়ং একটি অনুগ্রহ এবং তাই সকল আহ্‌মদীকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্ত হতে হবে।

৩রা মে ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস শত বার্ষিকী জুবিলী জলসার দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন, সততাই আফ্রিকার ভবিষ্যত উন্নতির চাবিকাঠি

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ আজ নাইজেরিয়ার 'হাদীকাতুল আহমদ' এ খেলাফত শতবাষিকী জুবিলী জলসার দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা প্রদান করলেন।

হুযূর তাঁর ৪৫ মিনিটের বক্তৃতায় সততার মৌলিক প্রয়োজনীয়তার এবং বিশেষ করে আফ্রিকার উন্নতিতে এর ভূমিকার বিষয় বর্ণনা করেন। তদুপরি, তাঁর বক্তৃতায় তিনি আরো একবার এই অপবাদের পুরোপুরি খন্ডণ করেন যে, ইসলাম সেই ধর্ম যা তরবারীর বলে প্রসার লাভ করেছিল।

সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে হাদিকাতুল মাহদীতে পৌঁছালে হুযূরকে হাজারো আহ্মদী ঐকতানে আরবিতে এই পংতি গেয়ে স্বাগত জানান, **"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ(সা:) তার রসূল"**। উপস্থিত সকলের স্মৃতিতে সেই দৃশ্য এবং সেই সুরধ্বনি বহুদিন বিরাজ করবে এবং বস্তুত পক্ষে লাখ-কোটি লোক এম.টি.এ-তে সরাসরি জলসা প্রত্যক্ষ করেন। অনুষ্ঠানের একটি অনন্য দৃশ্য ছিল শিশুদের মনোরম স্থানীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে হুযূরকে বিভিন্ন উপভাষায় স্বাগত জানানো। সর্বপ্রথম শিশুরা ইংরেজীতে হুযূরকে স্বাগত জানান এবং তার পর আফ্রিকান উপভাষা ইউরূবা, হাউসা, এটসাকু, গোয়ারী, টুই, ইগালা, কানূরী, তুলানী, ইগবু এবং ইনুপেতে হুযূরকে স্বাগত জানানো হয়।

এরপর ছিল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পালা, তাদের মধ্যে ওগোন প্রদেশের প্রথম সামরিক গভর্ণর এবং ওগোন প্রদেশের ইমীর সামিল ছিলেন। নাইজেরিয়ায় সিয়েরালিওনের রাষ্ট্রদূতও দর্শকদের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন:

> "আমি ১৯৫৪ সালে আহ্মদীয়াত গ্রহণ করেছি। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের সত্যিকার এবং উৎকৃষ্ট চিত্র উপস্থাপন করে। এটা সেই ধর্মবিশ্বাস যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নিবেদিত। আমি এই সুযোগে হুযুরকে এটাও অবগত করাতে চাই যে, তাঁর অনুসারী সিয়েরালিওনের আহ্মদীরাও এখানে তার খেদমতে উপস্থিত আছেন"।

দুপুর ১২টা ১০মিনিটে,হুযূর বক্তৃতা শুরু করেন, তিনি আহ্মদীদেরকে শয়তানের মন্দ প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সতর্ক করেন। তিনি বলেন যে,

> একজন ব্যক্তির কেবল নিজেকে 'আহ্মদী' বলে পরিচয় দেয়ায় যথেষ্ট নয়। প্রত্যক সেই ব্যক্তির নিজের মাঝে এক অকৃত্রিম ও সুস্পষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

হুযূর বলেন যেমন একটি ভাল কাজ আরো অনেকগুলো ভাল কাজের পথ খোলে দেয়, তেমনি একটি মন্দ কাজ ও বহুবিধ পাপের রাস্তা উন্মুক্ত করে।এভাবে এক ব্যক্তি যে নিজেকে এক জন আহ্মদী বলে থাকেন তাঁকে সদগুণের দৃষ্টান্তে পরিনত হতে হবে; যেন অন্যরা তাকে অনুসরণ করতে পারেন।

একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা হুযূর প্রতিটি আহ্মদীকে কড়াকড়ি ভাবে লালন করতে বলেন তা হল ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে পরিপুর্ণ সততা। তিনি বলেন যে, দুনিয়াব্যাপী রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক প্রলোভনে মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু লোকদের এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, যদিও তারা মানুষকে প্রতারণা করতে সক্ষম, কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লাকে কখনও প্রতারণা করতে পারবে না।

এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হুযূর মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর একটি হাদীস বর্ননা করেন, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলেন, সে সেই সকল পাপ থেকে মুক্তি লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করলো যাতে সে সেই মুহূর্তে লিপ্ত ছিল। মহানবী(সা:) তাকে পরামর্শ দিলেন, যদি সে মিথ্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে সে যখনই কোন পাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সে এই ভেবে বিরত থেকেছে যে, যদি সে ধরা পড়ে যায় তাহলে তাকে তার পাপ স্বীকার করতেই হবে কারন সে সত্য বলার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ।

আফ্রিকার উন্নতিও এই চিরিত্রিক সরলতা এবং সততার উপর নির্ভরশীল। হুযূর ইউরোপের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন, তারা সৎ ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য একটি উন্নত মহাদেশে পরিণত হয়েছে। যখনই একটি পণ্য বিক্রি করা হতো তা ঠিক তেমনি হতো যেমনটি তার বর্ণনায় রয়েছে এবং এই দৃষ্টান্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুসরণ করা উচিত। নাইজেরিয়ার সকল আহ্‌মদীকে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে যেন দেশটি উন্নত বিশ্বের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাড়াঁতে পারে। হুযূর অতঃপর এই ভ্রান্ত ধারণার উপর আলোকপাত করেন যে, ইসলাম, আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন, তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করেছে। তিনি বলেন যে, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) তাঁর জীবনের কোন একটি বারও ততক্ষণ তরবারী উঠাননি, যতক্ষণ না তিনি এবং তাঁর লোকজন আক্রমণে শিকার হয়েছেন। তদুপরি যখন আক্রান্ত হয়েছেন তখনও তাঁর আচার আচরণ উৎকর্ষতম পর্যায়ের হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময়, মুসলমানরা সংখ্যায় এবং রসদে খুবই নগন্য ছিলেন। অতি অল্প কয়েকটি সুবিধার মধ্যে এটি একটি ছিল যে, সেই স্থান তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল যেখান থেকে পানি আহরণ করা যেতে পারে। ইতিহাসের সামরিক অধিনায়কদের আচরণের বিপরীতে, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে মহানবী (সা:) বরং তা শত্রুদের তা ছেড়ে দিলেন যেন, তারা সেখান থেকে তাদের সৈন্যদের জন্য পানি সংগ্রহ করতে পারে। তদুপরি, খ্রীষ্টান, ইহুদী এবং সকল অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের লোকদের প্রতি ও তার ব্যাবহার সর্বদা দৃষ্টান্ত স্থানীয় ছিল।

হুযূর এই উপদেশ দান করে তাঁর বক্তৃতার সমাপ্তি টানেন যে, আপন দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করা ইসলামী শিক্ষার অংশ। তাই নাইজেরিয়ার প্রতিটি আহ্‌মদী এবং আফ্রিকার প্রতিটি দেশের আহ্‌মদীকে কঠোর পরিশ্রমের পথ অবলম্বন করতে হবে যেন আফ্রিকার ভবিষ্যত উন্নততর হয়। যদি এটি না করা হয়, তা হলে কোন ভাবেই আপনারা পাশ্চাত্বের শক্তি সমূহকে এখানে আসার এবং এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করাকে ঠেকাতে পারবেন না, যার ফলে আফ্রিকার উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই তরান্বিত হবে।

৩রা মে ২০০৮

‘আফ্রিকার দারিদ্র দূরীভূত হতে পারে’ – হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:)

‘হাদীকাতুল আহমদ’ – এ সংবাদ সম্মেলন

আজ দিনের প্রথমে ‘হাদীকাতুল আহমদ’ – এ অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) নাইজেরিয়ার নেতৃবৃন্দকে আল্লাহ্ তা’লা প্রদত্ত বিপুল পরিমান প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সম্পদকে ব্যবহার করলে তা সকল দরিদ্রগ্রস্থদের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তার জন্য সর্বোপরি যা প্রয়োজন তা হলো, নাইজেরিয়ার কর্তৃপক্ষের তাদের নাগরিকদের কল্যাণে আন্তরিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা গ্রহণ।

হুযূর উন্নত জাতিসমুহকেও আহ্বান জানান যেন, তারা আফ্রিকার দারিদ্র দূরীকরনের এই সহযোগিতামূলক অংশ গ্রহন করেন। তিনি বলেন যে, কেবল ইউরোপেই এত বেশি অপচয় হয় যে, তা সঠিক পরিকল্পনার আওতায় অধিকতর ভাল উদেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারত। উন্নত জাতিসমূহের আপাত সদিচ্ছার পেছনে প্রায়শই তাদের হীন স্বার্থ লুক্কায়িত থাকে। অন্যদিকে, আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত কোন রকম প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই মানবতার সেবায় অঙ্গীকারাবদ্ধ, কারণ এটাই পবিত্র কুরআনের মৌলিক শিক্ষা। গণমাধ্যমে ইসলামের অপপ্রচারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে হুযূর বলেন:

> “সম্প্রতি লন্ডনে আমরা একটি শান্তি সম্মেলন করেছি এবং সেখানে আমার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআন প্রদত্ত এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-এর আচরিত সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছি। আমার বক্তৃতা শুনার পর অনেক অতিথি স্বীকার করেছেন, তারা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলাম প্রকৃতই একটি শান্তির ধর্ম যাতে আল্লাহ্ তা’লার সৃষ্ট মানবতার প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের সেবা করার সহজাত মৌলিক শিক্ষাই রয়েছে”।

৩রা মে ২০০৮

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) নাইজেরিয়ার ওয়াকফে নও শিশুদের সাথে সাক্ষাত করলেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ মোবারকপূর্ণ 'ওয়াকফে-নও' স্কীমের আহ্মদী ছেলে ও মেয়েদের সাথে সাক্ষাত করেন। এই স্কীমটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ:) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে আহ্মদী পিতা-মাতারা তাঁদের শিশুদের জন্মের পূর্বেই ইসলামের সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

সভায় হুযূর শিশুদেরকে তাদের পড়াশুনায় মনোযোগ দেয়ার বিষয়ে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে,তাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তের পর কেন্দ্রীয় জামাতকে তাদের আগ্রহের বিষয়ে লিখতে হবে এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার বিষয়ে নির্দেশনা চাইতে হবে।জামাতে সকল পেশাদারী লোকদের প্রয়োজন রয়েছে, ডাক্তার হোক বা প্রকৌশলী অথবা অন্য কোন পেশা। হুযুর বলেন যে,

> ওয়াকফে নও শিশুদের সর্বদা এটা মনে রাখতে হবে যে, তাদের মর্যাদা অনেক বেশি এবং এটা এমন এক গুরু দায়িত্ব যা কেবল তখনি পালন করা সম্ভব যখন তারা তাক্বওয়ায় ও ধর্মপরায়ণতায় উন্নতি লাভ করবেন এবং সর্বদা ওতপ্রোত ভাবে জামাতের কাজে জড়িত থাকবেন।

সভাটি হুযূরের শিশুদের মাঝে উপহার বিতরণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

৪ঠা মে ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:) নাইজেরিয়ার জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) আজ নাইজেরিয়ার শত বার্ষিকী জুবিলী সালানা জলসার সমাপনী অধিবেশণে বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতায় তিনি আহ্মদীদের তাক্বওয়ার পথ অনুসরণের উপদেশ দেন। তাঁর এই বক্তৃতার পূর্বে তিনি মহিলাদের জলসাগাহ পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তিনি কিছুক্ষণ অবস্থান করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় এবং আহ্মদীয়া খিলাফতের গুণকীর্তনে পরিবেশিত নযম শ্রবণ করেন।

হুযূর তাঁর বক্তৃতা এই বলে শুরু করেন যে,

> "আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজ আমরা নাইজেরিয়া জামাতের ৫৮তম সালানা জলসা সমাপ্ত করতে যাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা করি যে আপনারা সবাই ব্যাপক ভাবে উপকৃত হয়েছেন। গত দুইদিনে আমার বক্তব্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) আচরিত সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার পথে অগ্রসর হওয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে"।

জামাতে আহ্মদীয়ার নেতা, অতঃপর বিস্তারিত ভাবে তাকওয়ার বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর আলোকপাত করেন, যা তাঁর মতে আফ্রিকার উন্নতির চাবিকাঠি। এব্যাপারে হুযূর মহানবী (সা:)-এর সময়কালের দু'ব্যক্তির দু'টি বিপরীতমুখী দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরেন। হযরত বেলাল ছিলেন একজন আফ্রিকান কৃতদাস, যাঁকে অগ্নিদগ্ধ কয়লায় শুইয়ে জন সমুখে রাস্তা দিয়ে টানা হেচড়া করা হতো শুধু এজন্য যে, তিনি ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা করতেন। অন্য দিকে আবু জেহেল ছিল ধনবান এবং আপাত দৃষ্টিতে মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি যে প্রথমিক যুগের মুসলমানদের প্রচন্ড অত্যাচার করত এবং কখনো মহানবী (সা:)-এর উপর ঈমান আনেনি। তদুপরি, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে,হযরত বেলালকে এমন শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করা হতো যে তাকে 'সাঈদেনা বেলাল' অর্থাৎ, 'আমাদের নেতা বেলাল' বলা হতো, অপরদিকে আবু জেহেলের নাম হয়ে যায় 'অজ্ঞতার পিতা'। এভাবেই আফ্রিকার লোকেরা উৎকর্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে, যখন তারা ধর্মপরায়ণকে সব কিছুর উপর স্থান দিবে।

অতঃপর, হুযূর আফ্রিকায় বিরাজমান গোত্রগত শ্রেণী বিভাগের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, কিছু গোত্র তাদের অন্যদের থেকে উচ্চ স্থানীয় মনে করে থাকে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে বিষয়টি তা নয়। গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যাবলী কেবল পরিচিতির জন্য এবং এটা বলা যাবে না যে, এক গোত্রের লোক অন্যদের থেকে শ্রেয়। আল্লাহ্ তা'লা ধর্মপরায়ণতা এবং সদগুণাবলীর ভিত্তিতে লোকদের শ্রেণী বিভাগ করে থাকেন; সম্পদ,গোত্র বা বর্ণের ভিত্তিতে নয়।

মানব জাতির তাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভিত্তিতে এই শ্রেণী বিভাগ করেছেন যা মানবের জন্য অত্যাবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা তার অধিকতর অনুগ্রহ লাভ হয়। হুযূর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তিনটি নীতি বর্ণনা করেন:

> "প্রথমত: একজন ব্যক্তিকে তার হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় পূর্ণ করতে হবে। তাকে আল্লাহ্ তা'লা হতে গৃহীত অনুগ্রহের গণনা করতে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত: একজন ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় মুখর হতে হবে। এবং তৃতীয়ত: একজন ব্যক্তিকে উত্তম ভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত দানসমূহের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ একজন চাষীকে তার সর্বোচ্চ সামর্থ্য অনুযায়ী তার জমিকে তৈরী এবং চাষ করতে হয় ফলে অন্যরাও তাকে প্রদানকৃত অনুগ্রহ সমুহ থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে"।

উপস্থিত যুবকদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে হুযূর তাদের সমসাময়িক সমাজের ভয়ানক বিপদাবলী থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করেন। তিনি বলেন,

> আধুনিক উদ্ভাবন যেমন ইন্টারনেট ভাল এবং মন্দ উভয় কাজে ব্যবহার করা যায়। তাই ইন্টারনেট কেবল ইসলামের প্রীতি ও মমতার শিক্ষাকে প্রচারের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে, তাতে ক্ষতিকর বিষয় দেখা এবং তাতে অংশ নেয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

হুযূর আহ্‌মদীদের পারস্পরিক প্রীতি ও মমতার পথকে অনুসরন করার উপদেশ দিয়ে তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করেন। তিনি বলেন যে,

> অন্যদের শত্রুতা যেন আহ্‌মদীদেরকে নিজেদের মর্যাদার স্তর থেকে নীচে নামাতে না পারে। ঐসকল ব্যক্তিদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে, যারা ইসলামের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ করে, সকল মুসলমানকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এবং তাদের প্রাপ্ত অধিকারের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।আক্রোশ এবং বিদ্বেষ যা কোন মূল্যে পরিহার করতে হবে।ইসলামের শত্রুদের হৃদয় ও মননকে দয়া, ভালোবাসা এবং সহিষ্ণুতার দ্বারা জয় করতে হবে। কেবল সংখ্যাধিক্য লাভ করা আহ্‌মদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য নয় বরং ধর্মপরায়ণ লোকের সংখ্যা বাড়ানোই জামাতের উদ্দেশ্য এবং এটা কেবল সহনশীলতার দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই সম্ভব।

৬ই মে ২০০৮

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আই:)-এর ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফর শেষে লন্ডন প্রত্যাবর্তন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) শতশত আহ্মদী কর্তৃক ফযল মসজিদে অভিনন্দিত

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই:) পশ্চিম আফ্রিকায় তাঁর তিন সপ্তাহের খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী সফর শেষে আজ লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেন। এই সফরে হুযুর দশ সহস্রাধিক আহ্মদী মুসলমানের সাথে মিলিত হন, এমনি ভাবে বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সাথেও সাক্ষাত করেন।পুরো সফর কালে তিনি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা এবং মানবতার সেবার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

হুযূর সকাল ৭টায় 'নামদি আযিকিভে' এয়ারপোর্টে পৌঁছেন, যেখানে তিনি শতশত আহ্মদী মুসলমান দ্বারা সম্ভাষিত হন, যারা কেবল তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। অনেক আহ্মদীকে হুযূরের ফিরে যাওয়ার মনোবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতে দেখা যায়। এই বেদনা দুনিয়াব্যাপী আহ্মদীদের খেলাফতের প্রতি ভালোবাসারই প্রতিফলন।

ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের বি.এ-০৮ ফ্লাইটে সকাল ৮টা ২০মিনিটে হুযূর আবুজা ত্যাগ করেন। ফ্লাইট বিকেল ৩টায় লন্ডন হিথ্রো এয়ারপোর্টে পৌঁছে, যেখানে তাঁকে আমীর জামাত যুক্তরাজ্য, জনাব রফিক হায়াত এবং জামাতের আরও কতিপয় সদস্য স্বাগত জানান।

হুযূরকে অতঃপর নিরাপত্তা প্রহরায় সাউথ-ইস্ট লন্ডনের ফযল মসজিদ সংলগ্ন বাস স্থানে নিয়ে আসা হয়। সেখনে শত শত আহ্মদী এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাকে স্বাগত জানান যে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক সফর শেষে নিরাপদে গন্তব্যে ফিরে আসেন। আফ্রিকা সফরকালীন দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি সরূপ, এক দল আফ্রিকান আহ্মদী সেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় সেই নযম গাইতে থাকেন। হুযূর হাত নেড়ে সকল আহ্মদী নারী, পুরুষ এবং শিশুদের অভিনন্দন জানান যাঁরা তাঁকে স্বাগত জানাতে সেখানে এসেছিলেন।

অনুবাদক: ডা: সেলিম খান